জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশ

অধিভুক্তি সংক্রান্ত সংশোধিত রেগুলেশন ২০১৯

অধিভুক্তি সংক্রান্ত সংশোধিত রেগুলেশন ২০১৯

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২-এর ৪৬ নং ধারা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের তফসিলে বর্ণিত প্রথম সংবিধির ২ নং ধারার আওতায় কলেজসমূহের বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্তি সংক্রান্ত সংশোধিত রেগুলেশন প্রণয়ন করা হইল। বিশ্ববিদ্যালয় আইন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সংবিধির বিধান সাপেক্ষে কলেজসমূহের অধিভুক্তি লাভ, অধিভুক্তি বাতিল এবং অধিভুক্তি নবায়ন এই রেগুলেশন ধারা নিয়ন্ত্রিত হইবে। এই রেগুলেশন অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

১। **ডিগ্রী (পাস) শিক্ষাকার্যক্রমের অধিভুক্তির শর্তাবলী ঃ**

(১) কোন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড হইতে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত একটি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ একাদিক্রমে তিন শিক্ষাবর্ষ ব্যাপী সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হওয়ার পর ডিগ্রী পাস শিক্ষাকার্যক্রমে অধিভুক্তির জন্য আবেদন করার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে। সংশ্লিষ্ট বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতির মেয়াদ চলতি সন পর্যন্ত থাকিতে হইবে।

(২) অধিভুক্তির জন্য আবেদনকারী কলেজের নিজস্ব অখণ্ড জমি থাকিতে হইবে এবং উক্ত জমির ওপরই কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব রেজিস্ট্রিকৃত জমির দলিল ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্রাদি থাকিতে হইবে।

সাধারণতভাবে কলেজের জমির পরিমাণ হইবে নিম্নরূপ ঃ

(ক) মেট্রোপলিটন এলাকায়	০.৫০ একর
(খ) পৌর/শিল্প এলাকায়	১.২৫ একর
(গ) মফস্বল এলাকায়	২.০০ একর

(৩) (ক) অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের জন্য পৃথক কক্ষ থাকিতে হইবে। প্রশাসনিক কাজকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় পৃথক কক্ষ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের কমনরুম ছাড়াও ৭০০ বর্গফুট আকার বিশিষ্ট ১০ (দশ)টি শ্রেণী কক্ষ থাকিতে হইবে।

(খ) উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষকগণ সরকারি বেতন সহায়তা প্রাপ্তির জন্য সাধারণতঃ এমপিওভুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ডিগ্রী শিক্ষাকার্যক্রমে অধিভুক্তির জন্য আবেদন করিতে পারিবে না।

(৪) শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং শিক্ষার্থীদের সংখ্যানুপাতে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র থাকিতে হইবে।

(৫) যে সকল বিষয়ে ডিগ্রী (পাস) শিক্ষাকার্যক্রম চালু করিবার আবেদন করা হইতেছে ঐ বিষয়গুলির প্রত্যেকটিতে ন্যূনতম ৩ (তিন) জন করিয়া যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক/শিক্ষিকা কর্মরত থাকিতে হইবে। বিজ্ঞান শিক্ষাকার্যক্রমে প্রতিটি বিষয়ে কমপক্ষে ৩ (তিন) জন শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং একজন প্রদর্শক কর্মরত থাকিতে হইবে।

(৬) শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং অন্যান্য কর্মচারীদের সরকারি নিয়মানুযায়ী বেতন স্কেল থাকিতে হইবে। ইহা ছাড়া অন্যান্য সুবিধা যেমন প্রভিডেন্ট ফান্ড, বাড়ীভাড়া ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, ইত্যাদি প্রদানের সংগতি ও ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। কলেজে কর্মরত সকলের বেতনাদি নিয়মিত পরিশোধ করিতে হইবে।

(৭) কলেজের রিজার্ভ ফান্ড এবং জেনারেল ফান্ডের প্রত্যেকটিতে কলেজের নিকটস্থ ব্যাংকে যথাক্রমে ৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ) এবং ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা করিয়া জমা থাকিতে হইবে।

(৮) কলেজের আর্থিক অবস্থা এবং সার্বিক পরিচালনা সন্তোষজনক করার লক্ষ্যে প্রতি বৎসরের অডিট রিপোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দিতে হইবে।

(৯) কলেজের একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার থাকিতে হইবে। গ্রন্থাগারে প্রতিটি বিষয়ের পাঠ্যসূচী অনুযায়ী অন্ততঃ ৩০০০/- (তিন হাজার) পুস্তক থাকিতে হইবে। গ্রন্থাগারের জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও প্রয়োজনীয় রেফারেন্স পুস্তক থাকিতে হইবে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিগ্রীপ্রাপ্ত একজন গ্রন্থাগারিক এবং অন্যান্য কর্মচারীর ব্যবস্থা অবশ্যই থাকিতে হইবে।

(১০) বিজ্ঞান বিষয়ে ডিগ্রী (পাস) শিক্ষাকার্যক্রমের জন্য প্রতিটি বিষয়ের পৃথক ল্যাবরেটরীর ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। ল্যাবরেটরীতে আসবাবপত্র, পানি, বিদ্যুৎ এবং গ্যাসের সুব্যবস্থা থাকিতে হইবে। ব্যবহারিক ক্লাশের জন্য পাঠ্যসূচী অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি এবং অন্যান্য সরঞ্জামের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যানুযায়ী ল্যাবরেটরীতে সুযোগ-সুবিধা থাকিতে হইবে।

(১১) (ক) অধিভুক্তির জন্য আবেদনকারী কলেজের পার্শ্ববর্তী এলাকায় উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কমপক্ষে ২ (দুই) টি হইতে হইবে।

(খ) উচ্চ মাধ্যমিক অধিভুক্তির মেয়াদ কমপক্ষে ৩ (তিন) বৎসর, সার্বিক ফলাফল সন্তোষজনক (ন্যূনতম ৬০%), বোর্ডের শেষ দুই বৎসরের মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ঃ মানবিক-১০০ জন, বাণিজ্য-১২০ জন, বিজ্ঞান-৬০ জন। কলেজের ১ (২) ধারায় উল্লিখিত পরিমান জমি ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো এবং বিষয়প্রতি এমপিও ভুক্ত ন্যূনতম ১(এক) জনসহ ৩ (তিন) জন নিয়মিত শিক্ষক থাকিলে আবেদনপত্র যাচাইবাছাই সাপেক্ষে সরেজমিনে কোন নির্দিষ্ট শিক্ষাকার্যক্রমে স্নাতক (পাস) অধিভুক্তি প্রদান করা হইবে।

(গ) মহিলা কলেজের ক্ষেত্রে উচ্চ মাধ্যমিক অধিভুক্তির মেয়াদ কমপক্ষে ৩ (তিন) বৎসর, সার্বিক ফলাফল সন্তোষজনক (ন্যূনতম ৬০%), বোর্ডের শেষ ২ (দুই) বৎসরের মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যাঃ মানবিক-১০০জন, বাণিজ্য-৮০ জন, বিজ্ঞান-৫০ জন। কলেজের ১ (২) ধারায় উল্লিখিত পরিমাণ জমি ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো এবং বিষয়প্রতি এমপিও ভুক্ত ন্যূনতম ১ (এক) জনসহ ৩ (তিন) জন নিয়মিত শিক্ষক থাকিলে আবেদনপত্র যাচাইবাছাই সাপেক্ষে সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক কোন নির্দিষ্ট শিক্ষাকার্যক্রমে স্নাতক (পাস) অধিভুক্তি প্রদান করা হইবে।

(ঘ) সাধারণতঃ ৮ (আট) কিলোমিটারের মধ্যে অন্য কোন ডিগ্রী (পাস) কলেজ থাকিলে ডিগ্রী (পাস) শিক্ষাকার্যক্রমের জন্য আবেদনকারী কলেজকে অধিভুক্তি প্রদান করা যাইবে না, তবে মেট্রোপলিটন, শিল্প ও পৌর এলাকার ক্ষেত্রে এই বিধি শিথিলযোগ্য।

ঙ) বিএম শিক্ষাকার্যক্রমটি কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের তত্ত্বাবধানে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পরিচালনা করা হইতেছে। উক্ত কোর্সটি উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাকার্যক্রমের সমমানসম্পন্ন- তাই বিএম শিক্ষাকার্যক্রমে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদেরকে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বাণিজ্য শাখার সাথে গণনা করা যাইবে।

চ) একটি উপজেলায় বিশেষ কারণ ছাড়া সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) টি কলেজে স্নাতক পর্যায়ে অধিভুক্তি প্রদান করা হইবে।

ছ) উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার বিগত ৩ (তিন) বৎসরের বিষয়ভিত্তিক ফলাফল পর্যালোচনা করা হইবে। ফলাফল সন্তোষজনক বিবেচিত না হইলে কলেজের অধিভুক্তি প্রদান করা হইবে না।

জ) প্রথম অধিভুক্তির পর অধিভুক্তি নবায়নের ক্ষেত্রে ভৌত অবকাঠামো, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা, বইয়ের তালিকাসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে অগ্রগতির তালিকা প্রেরণ করিতে হইবে।

ঝ) কোন কলেজের একাদিক্রমে কোন শিক্ষাকার্যক্রম ৩ (তিন) বৎসর ব্যাপি নির্ধারিত শিক্ষার্থী সংখ্যার নীচে শিক্ষার্থী থাকিলে সেই শিক্ষা কার্যক্রম বাতিল করা হইবে।

ঞ) প্রতিটি শিক্ষাকার্যক্রমের ক্ষেত্রে ন্যূনতম শিক্ষার্থী সংখ্যা হইবে নিম্নরূপ ঃ
বিএ (পাস)-২০ জন, বিএসএস (পাস)-২০ জন, বিবিএস (পাস)-২৫ জন এবং বিএসসি (পাস)-১০ জন।

(১২) কলেজ চত্বরে বা উহার সন্নিকটে অধ্যক্ষ/উপাধ্যক্ষ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের যথাসম্ভব আবাসিক ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(১৩) কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের পৃথকভাবে পানীয় জল, শৌচাগার ইত্যাদির সুব্যবস্থা করিতে হইবে।

(১৪) ছাত্র-ছাত্রীদের শরীরচর্চা, খেলাধুলা এবং চিত্তবিনোদনের সুব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(১৫) কলেজ অফিসে কম্পিউটার ও প্রিন্টারসহ ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য আরও অন্ততঃ ৫ (পাঁচ) টি কম্পিউটার ইন্টারনেট সংযোগসহ থাকিতে হইবে।

(১৬) অধিভুক্তির জন্য আবেদনকারী কোন কলেজ অধিভুক্তি লাভের পূর্বে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করিলে সেই কলেজের অধিভুক্তির আবেদন নাকচ করা হইবে এবং অধিভুক্তির জন্য জমাকৃত টাকা বাজেয়াপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

২। ডিগ্রী (অনার্স) শিক্ষাকার্যক্রমের অধিভুক্তির শর্তাবলী ঃ

(১) স্নাতক (সম্মান) পর্যায়ে শিক্ষাদানের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্মরত ৭ (সাত) জন পূর্ণকালীন শিক্ষকদের মধ্যে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) জন শিক্ষকের ন্যূনতম ২য় শ্রেণির স্নাতক সম্মানসহ ২য় শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রী এবং শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে। কোন বিষয়ে স্নাতক সম্মান শিক্ষাকার্যক্রমে অধিভুক্তির পর শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন পর্যায়ে তৃতীয় শ্রেণী প্রাপ্ত শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ প্রাপ্ত হইবে না।

(২) স্নাতক (সম্মান) শিক্ষাকার্যক্রমের প্রতিটি বিষয়ের জন্য কমপক্ষে ৪০০ বর্গফুট আকার বিশিষ্ট ৩ (তিন) টি অতিরিক্ত কক্ষ, একটি সেমিনার কক্ষ এবং বিভাগওয়ারী বিভাগীয় কক্ষ থাকিতে হইবে।

(৩) স্নাতক (সম্মান) পর্যায়ে প্রতিটি বিষয়ে একটি সেমিনার লাইব্রেরী (পূর্ণকালীন একজন সেমিনার সহকারীসহ) সংশ্লিষ্ট পাঠ্যপুস্তক ও রেফারেন্স বই এর সংখ্যা কমপক্ষে ২০০০ (দুই হাজার) হইতে হইবে। গুরুত্বপূর্ণ সমকালীন গবেষণা পত্রিকা ও সাময়িকী নিয়মিত ক্রয় ও সংরক্ষণ করিতে হইবে। ছাত্র/ছাত্রীদের নিয়মিতভাবে পাঠ অভ্যাস নিশ্চিত করিতে হইবে।

(৪) বিজ্ঞান বিষয়গুলির জন্য ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যানুপাতে বিজ্ঞানাগার, প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য ও সাজসরঞ্জাম থাকিতে হইবে। এই ব্যাপারে কলেজকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রণীত তালিকা অনুযায়ী সংগৃহীত সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির তালিকা অধিভুক্তির আবেদনপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হইবে।

(৫) কলেজে নিয়মিত অধ্যক্ষ থাকিতে হইবে, স্নাতক (সম্মান) শিক্ষাকার্যক্রম চালু রাখার জন্য কলেজের আর্থিক সংগতি অবশ্যই থাকিতে হইবে এবং প্রতিটি অনার্স বিষয়ের অনুকুলে অতিরিক্ত ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকা করিয়া রিজার্ভ ফান্ডে থাকিতে হইবে।

(৬) প্রতিটি বিষয়ের জন্য অন্ততঃ ৫ (পাঁচ) টি কম্পিউটার (প্রিন্টারসহ) ও ইন্টারনেট সংযোগের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(৭) স্নাতক (পাস) পর্যায়ে অধিভুক্তির মেয়াদ ৩ (তিন) বৎসর হইলে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ন্যূনতম ৫০ (পঞ্চাশ) জন (৩ বৎসরের গড় সংখ্যা) হইলে এবং স্নাতক (সম্মান) বিষয়ের অধিভুক্তির অন্যান্য শর্ত পূরণ করিলে আবেদনপত্র যাচাই বাছাই সাপেক্ষে সরেজমিনে পরিদর্শন করিয়া সন্তোজনক প্রতিপন্ন হইলে অধিভুক্তির বিষয়ে বিবেচনা করা হইবে।

(৮) কোন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড হইতে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত একটি উচ্চমাধ্যমিক কলেজ একাদিক্রমে ৬ (ছয়) শিক্ষাবর্ষ ব্যাপি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হওয়ার পর ডিগ্রি পর্যায়ে অধিভুক্ত নয় এমন কলেজের কোন বিষয় অথবা ডিগ্রি পর্যায়ে অধিভুক্তি নাই এমন বিষয়ে সম্মান কোর্সের অধিভুক্তির আবেদন করিতে পারিবে।

(৯) উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে যেই বিষয়ে পড়ানো হয় না সেই বিষয়ে যদি কোন সরকারি কলেজে অন্ততঃ ৪ (চার) জন শিক্ষক কর্মরত থাকেন অথবা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃপক্ষ অন্ততঃ ৮ (আট) জন শিক্ষককে সেই বিষয়ে পাঠদানের জন্য অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করেন তাহা হইলে সেই বিষয়ের অধিভুক্তির আবেদন বিবেচনা করা যাইবে। তবে শর্ত থাকে যে, সর্বোচ্চ চার বৎসরের মধ্যে ৪ (চার) জন শিক্ষকের পদ সৃষ্টি ও পদায়ন করিতে হইবে এবং প্রার্থিত বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত যোগ্যতা সম্পন্ন কমপক্ষে ৩ (তিন) জন খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগ দিতে হইবে।

(১০) স্নাতক পর্যায়ে অধিভুক্তি বিহীন উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের কোন বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) শিক্ষাকার্যক্রমের অধিভুক্তির জন্য আবেদন করিতে হইলে প্রার্থিত বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ে অন্ততঃ ১২ (বার) জন শিক্ষক কর্মরত থাকিলে এবং মাউশি কর্তৃক অন্ততঃ ৮ (আট) জন শিক্ষককে পাঠদানের জন্য অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করিলে প্রার্থিত বিষয়ে অধিভুক্তির আবেদন করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে, সর্বোচ্চ ৪ (চার) বৎসরের মধ্যে ৪ (চার) জন শিক্ষকের পদ সৃষ্টি ও পদায়ন করিতে হইবে এবং প্রার্থিত বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন কমপক্ষে ৩ (তিন) জন খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগ দিতে হইবে।

৩। **<u>স্নাতকোত্তর শিক্ষাকার্যক্রমের অধিভুক্তির শর্তাবলী ঃ</u>**

(১) কোন কলেজে কোন বিষয়ে স্নাতক (পাস ও সম্মান) এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করিতে হইলে উক্ত বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেগুলেশন অনুযায়ী শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন অন্ততঃ ১২ (বার) জন শিক্ষক/শিক্ষিকা কর্মরত থাকিতে হইবে। স্নাতক (সম্মান) ব্যতীত স্নাতকোত্তর শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করিতে হইলে **৯ (নয়) জন** শিক্ষক/শিক্ষিকা কর্মরত থাকিতে হইবে।

(২) স্নাতকোত্তর শিক্ষাকার্যক্রমের প্রতিটি বিষয়ের জন্য কমপক্ষে ৫০০ বর্গফুট আকার বিশিষ্ট ২ (দুই) টি অতিরিক্ত কক্ষ, প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানাগার, একটি সেমিনার কক্ষ এবং বিভাগওয়ারী বিভাগীয় কক্ষ থাকিতে হইবে।

(৩) প্রত্যেক বিষয়ের জন্য পাঠ্যপুস্তক এবং রেফারেন্স বই এর সংখ্যা কমপক্ষে ২,০০০ (দুই হাজার) হইতে হইবে। গুরুত্বপূর্ণ সমকালীন গবেষণা পত্রপত্রিকা ও সাময়িকী নিয়মিত ক্রয় এবং সংরক্ষণ করিতে হইবে। ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিতভাবে পাঠাভ্যাস নিশ্চিত করিতে হইবে।

(৪) স্নাতকোত্তর শিক্ষাকার্যক্রম চালু রাখার জন্য কলেজের একাডেমিক ও আর্থিক সামর্থ্য অবশ্যই থাকিতে হইবে।

(৫) কলেজের নিজস্ব ফ্যাক্স, ই-মেইল ঠিকানা এবং ইন্টারনেট সংযোগ এর ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(৬) স্নাতকোত্তর (মাষ্টার্স ১ম পর্ব ও চূড়ান্ত পর্ব) শিক্ষাকার্যক্রম চালু করিতে হইলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় মোট শিক্ষকের অন্ততঃ এক চতুর্থাংশের ন্যূনতম ১০ বৎসরের স্নাতক সম্মান পর্যায়ে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা/এম.ফিল/পি.এইচ.ডি ডিগ্রী থাকিতে হইবে। ডিগ্রী পাস, অনার্স ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পাঠদানকারী শিক্ষকদের ন্যূনতম যোগ্যতা সকল পর্যায়ে ২য় শ্রেণীর অনার্সসহ স্নাতকোত্তর হইতে হইবে।

৪। **<u>বি.পি.এড শিক্ষাকার্যক্রমের অধিভুক্তির শর্তাবলী ঃ</u>**

(১) বিপিএড (শারীরিক শিক্ষা) কলেজ নিজস্ব অখণ্ড জমির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। জমির রেজিস্ট্রিকৃত দলিল ও অন্যান্য আনুষংগিক কাগজপত্র থাকিতে হইবে।

সাধারণভাবে কলেজের জমির পরিমাণ হইবে নিম্নরূপ ঃ

(ক) মেট্রোপলিটন এলাকায়	১.০০ একর
(খ) পৌর/শিল্প এলাকায়	১.৫০ একর
(গ) অন্যান্য এলাকায়	৩.০০ একর

(২) প্রশাসনিক কাজকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় কক্ষ ছাড়াও ৭০০ বর্গফুট আকারের ৪ (চার) টি শ্রেণী কক্ষ থাকিতে হইবে। শিক্ষক/শিক্ষিকাদের জন্য পৃথক কক্ষ, ছাত্র-ছাত্রীদের কমনরুম এবং সেমিনার কক্ষ থাকিতে হইবে।

(৩) শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সংখ্যানুপাতে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র থাকিতে হইবে।

(৪) বি.পি.এড সহ যোগ্যতাসম্পন্ন অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ এবং অন্যান্য শিক্ষক নিয়োগ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বেসরকারি ডিগ্রী কলেজ শিক্ষকদের চাকুরীর শর্তাবলী রেগুলেশন অনুযায়ী সম্পন্ন করিতে হইবে। প্রতিটি বিষয়ের জন্য কমপক্ষে ২ (দুই) জন শিক্ষক থাকিতে হইবে অর্থাৎ মোট

১৬ (ষোল) জন শিক্ষক থাকিতে হইবে। শিক্ষকদের জন্য কমপক্ষে ৮০% (অর্থাৎ ১২ (বার) জন) পূর্ণকালীন শিক্ষক থাকিতে হইবে।

(৫) শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীর সরকারি নিয়মানুযায়ী বেতন স্কেল থাকিতে হইবে। কর্মরত সকলের বেতন ভাতাদি নিয়মিত পরিশোধের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৬) কলেজের নিকটস্থ ব্যাংকে কলেজের সংরক্ষিত তহবিলে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) ও সাধারণ তহবিলে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) করিয়া টাকা জমা থাকিতে হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, সংরক্ষিত তহবিলের মূল দলিল অধিভুক্তি লাভের পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা করিতে হইবে। উল্লেখ্য যে, কোন অধিভুক্ত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন ব্যতীত সংরক্ষিত তহবিলের অর্থ ব্যাংক থেকে উত্তোলন কিংবা খরচ করিতে পারিবে না।

(৭) কলেজের আর্থিক অবস্থা এবং সার্বিক পরিচালনা সন্তোষজনক হইতে হইবে।

(৮) কলেজের একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার থাকিতে হইবে এবং রিডিং রুমের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। সিলেবাস অনুযায়ী পাঠ্যবই ও রেফারেন্স বই এর সংখ্যা ন্যূনতম ৩,০০০ (তিন হাজার) হইতে হইবে।

(৯) শিক্ষার্থীদের শরীরচর্চা ও খেলাধুলার জন্য বিভিন্ন ধরণের মাঠের (ক্রিকেট, ফুটবল, ভলিবল, হকি, বাস্কেটবল ইত্যাদি) ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদিসহ জিমনেসিয়ামের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সাঁতারের জন্য সুইমিংপুল/শিক্ষাকার্যক্রমের সিলেবাস অনুযায়ী শিক্ষাদানের উপযোগী পুকুর এর ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(১০) শিক্ষার্থীদের জন্য অবশ্যই যথাযথ মানের হোস্টেল থাকিতে হইবে।

(১১) একই এলাকায় একাধিক বি.পি.এড কলেজ প্রতিষ্ঠা নিরুৎসাহিত করিতে হইবে।

(১২) কলেজ ক্যাম্পাসে বা উহার সন্নিকটে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, শিক্ষক ও কর্মচারীদের আবাসনের জন্য যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(১৩) কলেজের একটি গভর্নিং বডি থাকিতে হইবে এবং গভর্নিং বডি কর্তৃক কলেজটি পরিচালিত হইবে।

(১৪) কলেজের কোন দ্বিতীয় ক্যাম্পাস/শাখা থাকিবে না।

(১৫) অধিভুক্তির জন্য আবেদনকারী কোন কলেজ অধিভুক্তি লাভের পূর্বে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করিলে সেই কলেজের অধিভুক্তির আবেদন নাকচ করা হইবে এবং অধিভুক্তির জন্য জমাকৃত টাকা বাজেয়াপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(১৬) অন্তত: ২ (দুই) টি কম্পিউটার (প্রিন্টারসহ) ও ইন্টারনেট সংযোগের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

৫। **বিবিএ ও এমবিএ শিক্ষাকার্যক্রমের অধিভুক্তির শর্তাবলী ঃ**

১) এ ধরনের শিক্ষা কার্যক্রম শুধুমাত্র বিভাগীয় শহর এবং বৃহত্তর জেলা শহরে চালু করা যাইতে পারে।

২) কলেজ/প্রতিষ্ঠান অবশ্যই ৫ (পাঁচ) বৎসরের মধ্যে নিজস্ব জমিতে স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত হইতে হইবে। এ ব্যাপারে কলেজ/প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে স্ট্যাম্পে বন্ড স্বাক্ষর করিতে হইবে। কলেজ/প্রতিষ্ঠানের জমির পরিমাণ হইবে নিম্নরুপ ঃ

ক) সিটি কর্পোরেশন/মেট্রোপলিটন এলাকায় ১ বিঘা

খ) জেলা শহর ১.৫০ বিঘা

৩) প্রাথমিকভাবে অস্থায়ী ভিত্তিতে প্রশাসনিক কাজের জন্য পৃথক কক্ষ, ন্যূনতম ৬০০ বর্গফুট ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট একটি সাধারণ কক্ষ এবং ৪০০ বর্গফুট বিশিষ্ট ০৮টি শ্রেণী কক্ষ থাকিতে হইবে। এছাড়া শিক্ষক/শিক্ষিকাদের জন্য পৃথক কক্ষ, শিক্ষার্থীদের কমনরুম, সেমিনার কক্ষ, কম্পিউটার ল্যাব এবং অধ্যক্ষের অফিস কক্ষ থাকিতে হইবে।

৪) শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যানুপাতে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র থাকিতে হইবে।

৫) শিক্ষার্থী সংখ্যা অনুযায়ী ব্যবহারিক ক্লাশ/প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সজ্জিত ল্যাবরেটরি থাকিতে হইবে।

৬) শিক্ষক সংখ্যা নিম্নরুপ থাকিতে হইবে ঃ

ক) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি মোতাবেক যোগ্যতা সম্পন্ন একজন অধ্যক্ষ এবং উপাধ্যক্ষ থাকিতে হইবে। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ গ্রহণযোগ্য হইবে না।

খ) বিবিএ ও এমবিএ শিক্ষাকার্যক্রমে শিক্ষাদানের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেগুলেশনে বর্ণিত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী নির্ধারিত শিক্ষাকার্যক্রমসমূহের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে বিবিএ এর জন্য ন্যূনতম ১২ (বার) জন এবং এমবিএ -এর জন্য ন্যূনতম ১৬ (ষোল) জন পূর্ণকালীন শিক্ষক কর্মরত থাকিতে হইবে এবং তা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্ত হইতে হইবে। উল্লেখ্য যে, মোট শিক্ষকের মধ্যে অন্ততঃ ৫ (পাঁচ) জন শিক্ষককে বাংলাদেশ অথবা বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের এমবিএ দ্বিতীয় শ্রেণী/সমমান ডিগ্রী প্রাপ্ত হইতে হইবে।

৭) শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং অন্যান্য কর্মচারীদের সুনির্দিষ্ট বেতন স্কেল থাকিতে হইবে। ইহা ছাড়া অন্যান্য সুবিধা যেমন প্রভিডেন্ট ফান্ড, বাড়ীভাড়া, চিকিৎসা ভাতা ইত্যাদি প্রদানের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। কলেজ/প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকলের বেতনাদি নিয়মিত পরিশোধ করিতে হইবে।

৮) কলেজ/ প্রতিষ্ঠানের সংরক্ষিত তহবিলে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা এবং সাধারণ তহবিলে ন্যূনতম ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা করিয়া কলেজের নিকটস্থ ব্যাংক একাউন্টে জমা থাকিতে হইবে।

৯) কলেজ/প্রতিষ্ঠানের একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার থাকিতে হইবে এবং রিডিং রুমের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। সিলেবাস অনুযায়ী প্রতিটি শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য পাঠ্যপুস্তক এবং রেফারেন্স বই এর সংখ্যা কমপক্ষে ৩০০০ (তিন হাজার) থাকিতে হইবে।

১০) শিক্ষার্থীদের জন্য যথাসম্ভব আবাসিক ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

১১) কলেজ ক্যাম্পাসে বা উহার সন্নিকটে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, শিক্ষক ও কর্মচারীদের জন্য আবাসিক ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

১২) কলেজ/প্রতিষ্ঠানের একটি গভর্নিং বডি থাকিতে হইবে এবং গভর্নিং বডি কর্তৃক তা পরিচালিত হইতে হইবে।

১৩) অধিভুক্তির জন্য আবেদনকারী কোন কলেজ/প্রতিষ্ঠান অধিভুক্তি লাভের পূর্বে শিক্ষার্থী ভর্তি করিলে সে প্রতিষ্ঠানের অধিভুক্তির আবেদন নাকচ করা হইবে এবং অধিভুক্তির জন্য জমাকৃত টাকা বাজেয়াপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৪) কলেজ/প্রতিষ্ঠানের কোন দ্বিতীয় ক্যাম্পাস/শাখা থাকিবে না এবং অনুমতি প্রাপ্ত জায়গাতেই শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করিতে হইবে।

১৫) কলেজ/প্রতিষ্ঠানে পানীয় জল, টয়লেট ইত্যাদির সুব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

১৬) শিক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রম বর্হিভূত কার্যক্রম পরিচালনার সুব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

১৭) প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও কম্পিউটার অপারেটর থাকিতে হইবে। প্রতিষ্ঠানের ফ্যাক্স ও ইন্টারনেট সংযোগ থাকিতে হইবে।

৬। **কম্পিউটার বিজ্ঞানে স্নাতক (সম্মান) শিক্ষাকার্যক্রমের অধিভুক্তির শর্তাবলী ঃ**

(১) কম্পিউটার বিজ্ঞানে স্নাতক (সম্মান) শিক্ষাকার্যক্রম প্রবর্তনের জন্য নিজস্ব অখণ্ড জমির উপর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। জমির রেজিস্ট্রিকৃত দলিল ও অন্যান্য আনুষংগিক কাগজপত্র থাকিতে হইবে।

সাধারণভাবে কলেজের জমির পরিমাণ হইবে নিম্নরুপ ঃ

(ক) মেট্রোপলিটন এলাকায় ০.৫০ একর

(খ) পৌর/শিল্প এলাকায় ১.২৫ একর

(গ) অন্যান্য এলাকায় ২.০০ একর

(২) প্রশাসনিক কাজকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় কক্ষ ছাড়াও ৭০০ বর্গফুট আকার বিশিষ্ট ৮ (আট) টি শ্রেণি কক্ষ থাকিতে হইবে। শিক্ষক/শিক্ষিকাদের জন্য পৃথক কক্ষ, ছাত্র-ছাত্রীদের কমনরুম এবং সেমিনার কক্ষ থাকিতে হইবে।

(৩) শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সংখ্যানুপাতে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র থাকিতে হইবে।

(১) (ক) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বেসরকারি ডিগ্রী কলেজ শিক্ষকদের চাকুরীর শর্তাবলী রেগুলেশন অনুযায়ী কম্পিউটার বিজ্ঞানে স্নাতক (সম্মান)সহ মাষ্টার্স/সমমানের ডিগ্রীপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ এবং অন্যান্য শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ করিতে হইবে।

(খ) কম্পিউটার বিজ্ঞানে প্রভাষক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীকে অবশ্যই কম্পিউটার বিজ্ঞানে ট্রেনিংসহ ফলিত পদার্থবিদ্যা ও ইলেকট্রনিক্স, পদার্থবিদ্যা, গনিত অথবা পরিসংখ্যান বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী হইতে হইবে।

(গ) কম্পিউটার বিজ্ঞানে স্নাতক (সম্মান) শিক্ষাকার্যক্রমের প্রতিটি বিষয়ের জন্য ২ (দুই) জন করিয়া শিক্ষক নিয়োগ করিতে হইবে এবং মোট শিক্ষককের মধ্যে ন্যূনতম ০৭ (সাত) জন পূর্ণকালীন শিক্ষককে বাংলাদেশ অথবা বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কম্পিউটার বিজ্ঞানে ন্যূনপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতক(সম্মান) সহ দ্বিতীয় শ্রেণীর এমএসসি ডিগ্রী প্রাপ্ত হইতে হইবে।

(ঘ) কমপক্ষে ৮০% (অর্থাৎ ১২ জন) পূর্ণকালীন শিক্ষক থাকিতে হইবে।

(২) শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীর সরকারি নিয়মানুযায়ী বেতন স্কেল থাকিতে হইবে। কর্মরত সকলের বেতন ভাতাদি নিয়মিত পরিশোধের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৩) শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে অধিক হারে বেতন ও অন্যান্য ফি গ্রহন করা যাইবে না।

(৪) কলেজের নিকটস্থ ব্যাংকে সংরক্ষিত তহবিলে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) ও সাধারণ তহবিলে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) করিয়া টাকা জমা থাকিতে হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, সংরক্ষিত তহবিলের মূল দলিল অধিভুক্তি লাভের পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা করিতে হইবে। উল্লেখ্য যে, কোন অধিভুক্ত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন ব্যতীত সংরক্ষিত তহবিলের অর্থ ব্যাংক থেকে উত্তোলন কিংবা খরচ করিতে পারিবে না।

(৫) কলেজের আর্থিক অবস্থা এবং সার্বিক পরিচালনা সন্তোষজনক হইতে হইবে।

(৬) কলেজের একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার এবং রিডিং রুমের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। সিলেবাস অনুযায়ী পাঠ্যবই ও রেফারেন্স বই এর সংখ্যা ন্যূনতম ৩,০০০ (তিন হাজার) হইতে হইবে।

(৭) কম্পিউটার শিক্ষাকার্যক্রমের ব্যবহারিক ক্লাশের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদিসহ কম্পিউটার ল্যাব এবং ইলেক্ট্রনিক্স ল্যাব থাকিতে হইবে।

(৮) কলেজ ক্যাম্পাসে বা উহার সন্নিকটে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, শিক্ষক ও কর্মচারীদের আবাসনের জন্য যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৯) কলেজের একটি গভর্ণিং বডি থাকিতে হইবে এবং গভর্ণিং বডি কর্তৃক কলেজটি পরিচালিত হইবে।

(১০)কলেজের কোন দ্বিতীয় ক্যাম্পাস/শাখা থাকিবে না।

(১১)অধিভুক্তির জন্য আবেদনকারী কোন কলেজ অধিভুক্তির লাভের পূর্বে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করিলে সেই কলেজের অধিভুক্তির আবেদন নাকচ করা হইবে এবং অধিভুক্তির জন্য জমাকৃত টাকা বাজেয়াপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৭। **বিএড শিক্ষাকার্যক্রমের অধিভুক্তির শর্তাবলী ঃ**

(১) নিজস্ব অখণ্ড জমির উপর শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। জমির রেজিস্ট্রিকৃত দলিল ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাগজপত্র থাকিতে হইবে। সাধারণভাবে কলেজের জমির পরিমাণ হইবে নিম্নরূপ ঃ

(ক) মেট্রোপলিটন এলাকায়	০.৫০ একর
(খ) পৌর/ শিল্প এলাকায়	১.৫০ একর
(গ) অন্যান্য এলাকায়	২.০০ একর

(২) প্রশাসনিক কাজকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় কক্ষ ছাড়াও ৭০০ বর্গফুট আকার বিশিষ্ট ৮ (আট) টি শ্রেণীকক্ষ থাকিতে হইবে। শিক্ষক/শিক্ষিকাদের জন্য পৃথক কক্ষ ছাত্র/ছাত্রীদের কমনরুম, সেমিনার কক্ষ এবং অডিটোরিয়াম থাকিতে হইবে।

(৩) শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সংখ্যানুপাতে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র থাকিতে হইবে।

(৪) বি.এডসহ (বিশেষ শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের ক্ষেত্রে বি.এস.এড) যোগ্যতাসম্পন্ন অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ এবং অন্যান্য শিক্ষক বেসরকারি ডিগ্রী কলেজ শিক্ষকদের চাকুরীর শর্তাবলী রেগুলেশন অনুযায়ী নিয়োগ করিতে হইবে। প্রতিটি বিষয়ের জন্য কমপক্ষে ২ (দুই) জন শিক্ষক থাকিতে হইবে। কমপক্ষে ৮০% পূর্ণকালীন শিক্ষক থাকিতে হইবে। অর্থ্যাৎ পূর্ণকালীন কমপক্ষে মোট ১২ (বার) জন শিক্ষক থাকিতে হইবে।

(৫) শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীর সরকারি নিয়মানুযায়ী বেতন স্কেল থাকিতে হইবে। কর্মরত সকলের বেতন ভাতাদি নিয়মিত পরিশোধের সংগতি থাকিতে হইবে।

(৬) কলেজের নিকটস্থ কোন ব্যাংকে সংরক্ষিত তহবিলে ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) ও সাধারণ তহবিলে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) করিয়া টাকা জমা থাকিতে হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, সংরক্ষিত তহবিলের মূল দলিল অধিভুক্তি লাভের পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা করিতে হইবে। উল্লেখ্য যে, কোন অধিভুক্ত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন ব্যতীত সংরক্ষিত তহবিলের অর্থ ব্যাংক থেকে উত্তোলন কিংবা খরচ করিতে পারিবে না।

(৭) কলেজের আর্থিক অবস্থা এবং সার্বিক পরিচালনা সন্তোষজনক হইতে হইবে।

(৮) কলেজের একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার এবং রিডিংরুমের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। সিলেবাস অনুযায়ী পাঠ্যবই ও রেফারেন্স বই এর সংখ্যা ন্যূনতম ৩,০০০ (তিন হাজার) হইতে হইবে।

(৯) ব্যবহারিক ক্লাশের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও শিক্ষা উপকরণ থাকিতে হইবে। পাঠদান ও অনুশীলনের জন্য ল্যাবরেটরী স্কুলের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(১০) শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার জন্য নিজস্ব মাঠ থাকিতে হইবে।

(১১) এলাকায় একাধিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেয়া হইবে না।

(১২) কলেজ ক্যাম্পাসে বা উহার সন্নিকটে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, শিক্ষক ও কর্মচারীদের আবাসনের জন্য যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিতে হইবে। ছাত্রাবাস অবশ্যই থাকিতে হইবে।

(১৩) কলেজের একটি গভর্ণিং বডি থাকিতে হইবে এবং গভর্ণিং বডি কর্তৃক কলেজটি পরিচালিত হইবে।

(১৪) কলেজের কোন দ্বিতীয় ক্যাম্পাস/শাখা থাকিবে না।

(১৫) অধিভুক্তির জন্য আবেদনকারী কোন কলেজ অধিভুক্তি লাভের পূর্বে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করিলে সেই কলেজের অধিভুক্তির আবেদন নাকচ করা হইবে এবং অধিভুক্তির জন্য জমাকৃত টাকা বাজেয়াপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

বিএড শিক্ষাকার্যক্রমে সরকারি টিটি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের চুক্তিভিত্তিতে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ অগ্রাধিকার দেওয়া যাইতে পারে। কলেজের অফিসে কম্পিউটার ও প্রিন্টারসহ ইন্টারনেট সংযোগ থাকিতে হইবে।

৮। **বিএড (অনার্স) শিক্ষাকার্যক্রমের অধিভুক্তির শর্তাবলী ঃ**

(১) নিজস্ব অখণ্ড জমির উপর শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। জমির রেজিস্ট্রিকৃত দলিল ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাগজপত্র থাকিতে হইবে। সাধারণভাবে কলেজের জমির পরিমাণ হইবে নিম্নরূপ ঃ

(ক) মেট্রোপলিটন এলাকায়	০.৫০ একর
(খ) পৌর/ শিল্প এলাকায়	১.৫০ একর
(গ) অন্যান্য এলাকায়	২.০০ একর

(২) প্রশাসনিক কাজকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় কক্ষ ছাড়াও ৭০০ বর্গফুট আকার বিশিষ্ট ৮ (আট) টি শ্রেণীকক্ষ থাকিতে হইবে। শিক্ষক/শিক্ষিকাদের জন্য পৃথক কক্ষ ছাত্র/ছাত্রীদের কমনরুম, সেমিনার কক্ষ এবং অডিটোরিয়াম থাকিতে হইবে।

(৩) শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সংখ্যানুপাতে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র থাকিতে হইবে।

(৪) এম.এডসহ (বিশেষ শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের ক্ষেত্রে এম.এস.এড) যোগ্যতাসম্পন্ন অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ এবং অন্যান্য শিক্ষক বেসরকারি ডিগ্রী কলেজ শিক্ষকদের চাকুরীর শর্তাবলী রেগুলেশন অনুযায়ী নিয়োগ করিতে হইবে। প্রতিটি বিষয়ের জন্য কমপক্ষে ২ (দুই) জন শিক্ষক থাকিতে হইবে। কমপক্ষে ৮০% পূর্ণকালীন শিক্ষক থাকিতে হইবে। অর্থ্যাৎ পূর্ণকালীন কমপক্ষে মোট ২০ (বিশ) জন শিক্ষক থাকিতে হইবে।

(৫) শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীর সরকারি নিয়মানুযায়ী বেতন স্কেল থাকিতে হইবে। কর্মরত সকলের বেতন ভাতাদি নিয়মিত পরিশোধের সংগতি থাকিতে হইবে।

(৬) কলেজের নিকটস্থ সংরক্ষিত তহবিলে ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) ও সাধারণ তহবিলে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) করিয়া টাকা জমা থাকিতে হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, সংরক্ষিত তহবিলের মূল দলিল অধিভুক্তি লাভের পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা করিতে হইবে। উল্লেখ্য যে, কোন অধিভুক্ত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন ব্যতীত সংরক্ষিত তহবিলের অর্থ ব্যাংক থেকে উত্তোলন কিংবা খরচ করিতে পারিবে না।

(৭) কলেজের আর্থিক অবস্থা এবং সার্বিক পরিচালনা সন্তোষজনক হইতে হইবে।

(৮) কলেজের একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার এবং রিডিংরুমের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। সিলেবাস অনুযায়ী পাঠ্যবই ও রেফারেন্স বই এর সংখ্যা ন্যূনতম ৩,০০০ (তিন হাজার) হইতে হইবে।

(৯) ব্যবহারিক ক্লাশের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও শিক্ষা উপকরণ থাকিতে হইবে। পাঠদান ও অনুশীলনের জন্য ল্যাবরেটরী স্কুলের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(১০) শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার জন্য নিজস্ব মাঠ থাকিতে হইবে।

(১১) এলাকায় একাধিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেয়া হইবে না।

(১২) কলেজ ক্যাম্পাসে বা উহার সন্নিকটে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, শিক্ষক ও কর্মচারীদের আবাসনের জন্য যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিতে হইবে। ছাত্রাবাস অবশ্যই থাকিতে হইবে।

(১৩) কলেজের একটি গভর্ণিং বডি থাকিতে হইবে এবং গভর্ণিং বডি কর্তৃক কলেজটি পরিচালিত হইবে।

(১৪) কলেজের কোন দ্বিতীয় ক্যাম্পাস/শাখা থাকিবে না।

(১৫) অধিভুক্তির জন্য আবেদনকারী কোন কলেজ অধিভুক্তি লাভের পূর্বে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করিলে সেই কলেজের অধিভুক্তির আবেদন নাকচ করা হইবে এবং অধিভুক্তির জন্য জমাকৃত টাকা বাজেয়াপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

বিএড শিক্ষাকার্যক্রমে সরকারি টিটি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া যাইতে পারে। কলেজের অফিসে কম্পিউটার ও প্রিন্টারসহ ইন্টারনেট সংযোগ থাকিতে হইবে।

৯। **এমএড শিক্ষাকার্যক্রমের অধিভুক্তির শর্তাবলী ঃ**

(১) নিজস্ব অখণ্ড জমির উপর শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। জমির রেজিস্ট্রিকৃত দলিল ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাগজপত্র থাকিতে হইবে। সাধারণভাবে কলেজের জমির পরিমাণ হইবে নিম্নরূপ ঃ

(ক) মেট্রোপলিটন এলাকায়	০.৫০ একর
(খ) পৌর/ শিল্প এলাকায়	১.৫০ একর
(গ) অন্যান্য এলাকায়	২.০০ একর

(২) প্রশাসনিক কাজকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় কক্ষ ছাড়াও ৭০০ বর্গফুট আকার বিশিষ্ট ১০ (দশ) টি শ্রেণীকক্ষ থাকিতে হইবে। শিক্ষক/শিক্ষিকাদের জন্য পৃথক কক্ষ ছাত্র/ছাত্রীদের কমনরুম, সেমিনার কক্ষ এবং অডিটোরিয়াম থাকিতে হইবে।

(৩) শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সংখ্যানুপাতে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র থাকিতে হইবে।

(৪) এম.এডসহ (বিশেষ শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের ক্ষেত্রে এম.এস.এড) যোগ্যতাসম্পন্ন অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ এবং অন্যান্য শিক্ষক বেসরকারি ডিগ্রী কলেজ শিক্ষকদের চাকুরীর শর্তাবলী রেগুলেশন অনুযায়ী নিয়োগ করিতে হইবে। প্রতিটি বিষয়ের জন্য কমপক্ষে ২ (দুই) জন শিক্ষক থাকিতে হইবে। কমপক্ষে ৮০% পূর্ণকালীন শিক্ষক থাকিতে হইবে। অর্থ্যাৎ বিএড কোর্সের শিক্ষক সংখ্যার অতিরিক্ত পূর্ণকালীন কমপক্ষে আরো ৮ (আট) জন শিক্ষক থাকিতে হইবে।

(৫) শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীর সরকারি নিয়মানুযায়ী বেতন স্কেল থাকিতে হইবে। কর্মরত সকলের বেতন ভাতাদি নিয়মিত পরিশোধের সংগতি থাকিতে হইবে।

(৬) কলেজের নিকটস্থ সংরক্ষিত তহবিলে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) ও সাধারণ তহবিলে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) করিয়া টাকা জমা থাকিতে হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, সংরক্ষিত তহবিলের মূল দলিল অধিভুক্তি লাভের পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা করিতে হইবে। উল্লেখ্য যে, কোন অধিভুক্ত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন ব্যতীত সংরক্ষিত তহবিলের অর্থ ব্যাংক থেকে উত্তোলন কিংবা খরচ করিতে পারিবে না।

(৭) কলেজের আর্থিক অবস্থা এবং সার্বিক পরিচালনা সন্তোষজনক হইতে হইবে।

(৮) কলেজের একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার এবং রিডিংরুমের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। সিলেবাস অনুযায়ী পাঠ্যবই ও রেফারেন্স বই এর সংখ্যা ন্যূনতম ৩,০০০ (তিন হাজার) হইতে হইবে।

(৯) ব্যবহারিক ক্লাশের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও শিক্ষা উপকরণ থাকিতে হইবে। পাঠদান ও অনুশীলনের জন্য ল্যাবরেটরী স্কুলের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(১০) শিক্ষার্থীদের খেলাধুলার জন্য নিজস্ব মাঠ থাকিতে হইবে।

(১১) এলাকায় একাধিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেওয়া হইবে না।

(১২) কলেজ ক্যাম্পাসে বা উহার সন্নিকটে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, শিক্ষক ও কর্মচারীদের আবাসনের জন্য যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিতে হইবে। ছাত্রাবাস অবশ্যই থাকিতে হইবে।

(১৩) কলেজের একটি গভর্নিং বডি থাকিতে হইবে এবং গভর্নিং বডি কর্তৃক কলেজটি পরিচালিত হইবে।

(১৪) কলেজের কোন দ্বিতীয় ক্যাম্পাস/শাখা থাকিবে না।

(১০) অধিভুক্তির জন্য আবেদনকারী কোন কলেজ অধিভুক্তি লাভের পূর্বে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করিলে সেই কলেজের অধিভুক্তির আবেদন নাকচ করা হইবে এবং অধিভুক্তির জন্য জমাকৃত টাকা বাজেয়াপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

বিএড শিক্ষাকার্যক্রমে সরকারি টিটি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া যাইতে পারে। কলেজের অফিসে কম্পিউটার ও প্রিন্টারসহ ইন্টারনেট সংযোগ থাকিতে হইবে।

১০। <u>এলএলবি শিক্ষাকার্যক্রমের অধিভুক্তির শর্তাবলী ঃ</u>

(১) আইন কলেজে কমপক্ষে ৭ (সাত) জন শিক্ষক/শিক্ষিকা কর্মরত থাকিতে হইবে। শিক্ষক/শিক্ষিকাগণকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হইতে হইবে। শিক্ষক/শিক্ষিকাদের মধ্যে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষসহ কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) জনকে অবশ্যই কলেজে পূর্ণকালীন চাকুরীরত থাকিতে হইবে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বেসরকারি ডিগ্রী কলেজ শিক্ষকদের চাকুরীর শর্তাবলী রেগুলেশন অনুসরণ করিতে হইবে।

(২) কলেজ গ্রন্থাগারে পাঠ্যসূচী অনুযায়ী পুস্তক এবং রেফারেন্স পুস্তক সংখ্যা কমপক্ষে ২,০০০ (দুই হাজার) হইতে হইবে। গ্রন্থাগারে "ল" রিপোর্ট এবং "ল" জার্নাল নিয়মিতভাবে ক্রয় এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মুট কোর্টের (Moot Court) ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(৩) কলেজের নিকটস্থ ব্যাংকে সংরক্ষিত তহবিলে ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) ও সাধারণ তহবিলে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) করিয়া টাকা জমা থাকিতে হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, সংরক্ষিত তহবিলের মূল দলিল অধিভুক্তি লাভের পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা করিতে হইবে। উল্লেখ্য যে, কোন অধিভুক্ত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন ব্যতীত সংরক্ষিত তহবিলের অর্থ ব্যাংক থেকে উত্তোলন কিংবা খরচ করিতে পারিবে না।

(৪) প্রশাসনিক কাজ এবং ক্লাস হিসাবে ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক কক্ষ থাকিতে হইবে।

(৫) কলেজের একটি গভর্নিং বডি থাকিতে হইবে এবং গভর্নিং বডি কর্তৃক কলেজটি পরিচালিত হইবে।

(৬) কলেজের কোন দ্বিতীয় ক্যাম্পাস/শাখা থাকিবে না।

(৭) অধিভুক্তির জন্য আবেদনকারী কোন কলেজ অধিভুক্তি লাভের পূর্বে ছাত্র–ছাত্রী ভর্তি করিলে সেই কলেজের অধিভুক্তির আবেদন নাকচ করা হইবে এবং অধিভুক্তির জন্য জমাকৃত টাকা বাজেয়াপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৮) কলেজে কম্পিউটার ও প্রিন্টারসহ ইন্টারনেট সংযোগ থাকিতে হইবে।

১১। <u>গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা শিক্ষাকার্যক্রমের অধিভুক্তির শর্তাবলী ঃ</u>

(১) গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান কলেজের নিজস্ব অখণ্ড জমির উপর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। জমির রেজিস্ট্রিকৃত দলিল ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাগজপত্র থাকিতে হইবে।

সাধারণভাবে কলেজের জমির পরিমাণ হইবে নিম্নরূপ ঃ

(ক) মেট্রোপলিটন এলাকায়	১.০০ একর
(খ) পৌর/শিল্প এলাকায়	১.২৫ একর
(গ) অন্যান্য এলাকায়	২.০০ একর

(২) প্রশাসনিক কাজকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় কক্ষ ছাড়াও ৪০০ বর্গফুট আকার বিশিষ্ট ৪ (চার) টি শ্রেণী কক্ষ থাকিতে হইবে। শিক্ষক/শিক্ষিকাদের জন্য পৃথক কক্ষ, ছাত্র-ছাত্রীদের কমনরুম ও সেমিনার কক্ষ থাকিতে হইবে।

(৩) শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সংখ্যানুপাতে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র থাকিতে হইবে।

(৪) গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানে ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রীসহ যোগ্যতাসম্পন্ন অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ এবং অন্যান্য শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বেসরকারি ডিগ্রী কলেজ শিক্ষকদের চাকুরীর শর্তাবলী রেগুলেশন' অনুযায়ী নিয়োগ করিতে হইবে। প্রতিটি বিষয়ের জন্য কমপক্ষে ২ (দুই) জন শিক্ষক থাকিতে হইবে। কমপক্ষে ৮০% পূর্ণকালীন শিক্ষক থাকিতে হইবে। অর্থাৎ পূর্ণকালীন কমপক্ষে ১২ (বার) জন শিক্ষক কর্মরত থাকিতে হইবে।

(৫) শিক্ষক/শিক্ষিকা ও অন্যান্য কর্মচারীর সরকারি নিয়মানুযায়ী বেতন স্কেল থাকিতে হইবে কর্মরত সকলের বেতন ভাতাদি নিয়মিত পরিশোধের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৬) কলেজের নিকটস্থ ব্যাংকে সংরক্ষিত তহবিলে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) ও সাধারণ তহবিলে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) করিয়া টাকা জমা থাকিতে হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, সংরক্ষিত তহবিলের মূল দলিল অধিভুক্তি লাভের পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা করিতে হইবে। উল্লেখ্য যে, কোন অধিভুক্ত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন ব্যতীত সংরক্ষিত তহবিলের অর্থ ব্যাংক থেকে উত্তোলন কিংবা খরচ করিতে পারিবে না।

(৭) কলেজের আর্থিক অবস্থা এবং সার্বিক পরিচালনা সন্তোষজনক হইতে হইবে।

(৮) কলেজের একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার এবং রিডিং রুমের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। সিলেবাস অনুযায়ী পাঠ্যবইও রেফারেন্স বই এর সংখ্যা ন্যূনতম ৩,০০০ (তিন হাজার) হইতে হইবে।

(৯) ব্যবহারিক ক্লাশের জন্য প্রয়োজনীয় কম্পিউটার ও শিক্ষা উপকরণ থাকিতে হইবে।

(১০) কলেজ ক্যাম্পাসে বা উহার সন্নিকটে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, শিক্ষক ও কর্মচারীদের যথাসম্ভব আবাসন এবং প্রয়োজনে ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(১১) কলেজের একটি গভর্নিং বডি থাকিতে হইবে এবং গভর্নিং বডি কর্তৃক কলেজটি পরিচালিত হইবে।

(১২) কলেজের কোন দ্বিতীয় ক্যাম্পাস/শাখা থাকিবে না।

(১৩) অধিভুক্তির জন্য আবেদনকারী কোন কলেজ অধিভুক্তি লাভের পূর্বে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করিলে সেই কলেজের অধিভুক্তির আবেদন নাকচ করা হইবে এবং অধিভুক্তির জন্য জমাকৃত টাকা বাজেয়াপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১২। বিএসসি অনার্স ইন্ টেক্সটাইল সায়েন্স এন্ড টেকনোলজী শিক্ষা কার্যক্রমের অধিভুক্তির শর্তাবলীঃ

১। জেলা পর্যায়ে অবস্থিত কলেজ/প্রতিষ্ঠানগুলো বিএসসি ইন টেক্সটাইল সায়েন্স এন্ড টেকনোলজী শিক্ষা কার্যক্রমে অধিভুক্তির জন্য আবেদন করিতে পারিবে।

২। প্রাথমিকভাবে অস্থায়ী ভিত্তিতে ন্যূনতম ২০,০০০ (বিশ হাজার) বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ভবন/ফ্ল্যাট ভাড়া/লীজ ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু করা যাইবে। রেজিস্ট্রিকৃত দলিল ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাগজপত্র থাকিতে হইবে। তবে ৫ (পাঁচ) বৎসরের মধ্যে নিজস্ব জমিতে কলেজ/প্রতিষ্ঠান স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত হইতে হইবে। এ বিষয়ে কলেজ/প্রতিষ্ঠান এবং

বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে স্ট্যাম্পে বন্ড স্বাক্ষর করিতে হইবে। জমির রেজিস্ট্রিকৃত দলিল ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাগজপত্র থাকিতে হইবে।

সাধারণভাবে কলেজের জমির পরিমাণ হইবে নিম্নরূপঃ

ক) বিভাগীয় শহর/মেট্রোপলিটন এলাকায় ১.০০ একর

খ) পৌর/শিল্প এলাকায় ১.২৫ একর

গ) মফস্বল এলাকায় ২.০০ একর

৩। প্রশাসনিক কাজকর্ম এবং বিদ্যমান কোর্স/শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কক্ষ ছাড়াও ন্যূনতম ৬০০ বর্গফুট ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট একটি সাধারণ কক্ষ ৪০০ বর্গফুট আকার বিশিষ্ট ৩ (তিন) টি কক্ষ থাকিতে হইবে।

৪। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি মোতাবেক যোগ্যতাসম্পন্ন একজন অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ থাকিতে হইবে। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ গ্রহণযোগ্য হইবে না।

৫। বিএসসি অনার্স ইন্ টেক্সটাইল সায়েন্স এন্ড টেকনোলজী শিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষাদানের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেগুলেশনে বর্ণিত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী প্রতি কোর্সে/বিষয়ের সিলেবাস অনুযায়ী ন্যূনতম ২ (দুই) জন করিয়া যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষক থাকিতে হইবে। ন্যূনতম ৭ (সাত) জন পূর্ণকালীন শিক্ষক কর্মরত থাকিতে হইবে।

৬। প্রত্যেক শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং শিক্ষার্থীদের জন্য সংখ্যানুপাতে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র থাকিতে হইবে।

৭। ব্যবহারিক ক্লাশের জন্য ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সজ্জিত ল্যাবরেটরি থাকিতে হইবে।

৮। শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কমপক্ষে ২০০০ (দুই হাজার) পুস্তক থাকিতে হইবে। গুরুত্বপূর্ণ সমকালীন গবেষণা পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী নিয়মিত ক্রয় এবং সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৯। শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং অন্যান্য কর্মচারীদের সুনির্দিষ্ট বেতন স্কেল থাকিতে হইবে। অন্যান্য সুবিধাদি, যেমন প্রভিডেন্ট ফ্যান্ড, গ্রাচ্যুইটি, বাড়ী ভাড়া, চিকিৎসা ভাতা ইত্যাদি প্রদানের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। কলেজ/প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক/কর্মচারীদের বেতনাদি নিয়মিত পরিশোধ করিতে হইবে।

১০। শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে সহনশীল হারে ফি আদায় করিতে হইবে।

১১। প্রতিষ্ঠানের সংরক্ষিত তহবিলে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা এবং সাধারণ তহবিলে ন্যূনতম ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা করিয়া জমা থাকিতে হইবে এবং বিএসসি ইন টেক্সটাইল সায়েন্স এন্ড টেকনোলজী শিক্ষা কার্যক্রমের অনুকূলে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকার এফডিআর থাকিতে হইবে এবং যাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি ছাড়া ভাঙ্গানো যাইবে না।

১২। প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কম্পিউটার ও কম্পিউটার অপারেটর থাকিতে হইবে। প্রতিষ্ঠানের ফ্যাক্স ও ব্রড ব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ থাকিতে হইবে।

বিশেষ বিধানঃ

এ রেগুলেশনে কোন বিষয় উল্লেখ না থাকিলে সে সম্পর্কে সিন্ডিকেট-এর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কোন নিয়ম পরিবর্তন করিলে তাহা কলেজ/প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

১৩। **এমবিএ ইন টেক্সটাইল শিক্ষা কার্যক্রমের অধিভুক্তির শর্তাবলীঃ**

১। জেলা পর্যায়ে অবস্থিত কলেজ/প্রতিষ্ঠানগুলো এমবিএ ইন টেক্সটাইল শিক্ষা কার্যক্রমে অধভুক্তির জন্য আবেদন করিতে পারিবে।

২। বিএসসি অনার্স ইন টেক্সটাইল সায়েন্স এন্ড টেকনোলজী অথবা ফ্যাশন ডিজাইন এন্ড টেকনোলজী অথবা এ্যাপারেল ম্যানুফেক্চারিং টেকনোলজী শিক্ষা কার্যক্রমে পাঠদানকারী কোন কলেজ/প্রতিষ্ঠান একাদিক্রমে ন্যূনতম ৩ (তিন) টি শিক্ষাবর্ষ অতিক্রম করিলে এমবিএ ইন টেক্সটাইল শিক্ষা কার্যক্রমে অধিভুক্তির জন্য আবেদন করিতে পারিবে।

৩। প্রাথমিকভাবে অস্থায়ী ভিত্তিতে ন্যূনতম ২০,০০০ (বিশ হাজার) বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ভবন/ফ্ল্যাট ভাড়া/লীজ ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু করা যাইবে। শ্রেণী কক্ষের আয়তন ন্যূনতম ৪০০ (চারশত) বর্গফুট আকার বিশিষ্ট হইতে হইবে। ভবন/ফ্ল্যাট ভাড়া/লীজ-এর আনুষঙ্গিক কাগজপত্র থাকিতে হইবে। তবে ৫ (পাঁচ) বৎসরের মধ্যে নিজস্ব জমিতে কলেজ/প্রতিষ্ঠান স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত হইতে হইবে। এ বিষয়ে কলেজ/প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে স্টাম্পে বন্ড স্বাক্ষর করিতে হইবে। জমির রেজিস্ট্রিকৃত দলিল ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাগজপত্র থাকিতে হইবে।

সাধারণভাবে কলেজের জমির পরিমান হইবে নিম্নরূপঃ

ক) বিভাগীয় শহর/মেট্রোপলিটন এলাকায় ১.০০ একর

খ) জেলা শহর এলাকায় ১.৫০ একর

৪। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি মোতাবেক যোগ্যতাসম্পন্ন একজন অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ থাকিতে হইবে। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ গ্রহণযোগ্য হইবে না।

৫। এমবিএ ইন্ টেক্সটাইল শিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষাদানের জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেগুলেশন বর্ণিত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী ন্যূনতম ৯ (নয়) জন শিক্ষক থাকিতে হইবে। কর্মরত শিক্ষকদের মধ্যে ৭ (সাত) জন পূর্ণকালীন শিক্ষক হইতে হইবে। মোট শিক্ষকের মধ্যে ৫ (পাঁচ) জন শিক্ষককে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এমবিএ ডিগ্রীপ্রাপ্ত হইতে হইবে।

৬। প্রত্যেক শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং শিক্ষার্থীদের জন্য সংখ্যানুপাতে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র থাকিতে হইবে।

৭। ব্যবহারিক ক্লাশের জন্য ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সজ্জিত ল্যাবরেটরি থাকিতে হইবে।

৮। বিএসসি অনার্স ইন্ টেক্সটাইল সায়েন্স এন্ড টেকনোলজী/ফ্যাশন ডিজাইন এন্ড টেকনোলজী/ এ্যাপারেল ম্যানুফেক্চারিং টেকনোলজি-এর অতিরিক্ত এমবিএম ইন টেক্সটাইল শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কম পক্ষে ৫০০ পুস্তক থাকিতে হইবে। গুরুত্বপূর্ণ সমকালীন গবেষণা পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী নিয়মিত ক্রয় এবং সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৯। শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং অন্যান্য কর্মচারীদের সুনির্দিষ্ট বেতন স্কেল থাকিতে হইবে। অন্যান্য সুবিধাদি, যেমন- প্রভিডেন্ট ফ্যান্ড, গ্রাচ্যুইটি, বাড়ী ভাড়া, চিকিৎসা ভাতা ইত্যাদি প্রদানের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। কলেজ/প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক/কর্মচারীদের বেতনাদি নিয়মিত পরিশোধ করিতে হইবে।

১০। শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে সহনশীল হারে ফি আদায় করিতে হইবে।

১১। এমবিএ ইন্ টেক্সটাইল শিক্ষা কার্যক্রমের অনুকূলে ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকার এফডিআর থাকিতে হইবে।

১২। প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কম্পিউটার ও কম্পিউটার অপারেটর থাকিতে হইবে। প্রতিষ্ঠানের ফ্যাক্স ও ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগ থাকিতে হইবে।

বিশেষ বিধান ঃ

এ রেগুলেশনে কোন বিষয় উল্লেখ না থাকিলে সে সম্পর্কে সিন্ডিকেট-এর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কোন নিয়ম পরিবর্তন করিলে তাহা কলেজ/প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

১৪। বিএফএ (সম্মান) শিক্ষা কার্যক্রমের অধিভুক্তির শর্তাবলী ঃ

১. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত বিএফএ (পাস) শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনাকারী কলেজ/প্রতিষ্ঠান সাফল্যজনকভাবে একাদিক্রমে ৩ (তিন) টি শিক্ষাবর্ষ অতিক্রম করিলে বিএফএ (সম্মান) শিক্ষা কার্যক্রমে অধিভুক্তির জন্য আবেদন করিতে পারিবে।

২. জেলা শহরে অবস্থিত কলেজ/প্রতিষ্ঠান এ ধরণের শিক্ষা কার্যক্রমে অধিভুক্তির জন্য আবেদন করিতে পারিবে।

৩. বিএফএ (সম্মান) শিক্ষা কার্যক্রম প্রবর্তনের জন্য নিজস্ব অখণ্ড জমির উপর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। জমির রেজিস্ট্রিকৃত দলিল ও অন্যান্য আনুষাঙ্গিক কাগজপত্র থাকিতে হইবে। সাধারণভাবে কলেজের জমির পরিমান হইবে ন্যূনতম ১.০০ একর। তবে বিভাগীয় শহরের ক্ষেত্রে এই শর্ত শিথিলযোগ্য।

৪. প্রশাসনিক কাজকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় কক্ষ ছাড়াও পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থাসম্পন্ন ৫০০ (পাঁচশত) বর্গফুট আকার বিশিষ্ট ৪ (চার) টি শ্রেণী কক্ষ থাকিতে হইবে। শিক্ষকদের জন্য পৃথক কক্ষ, ছাত্র-ছাত্রীদের কমনরুম এবং সেমিনার কক্ষ থাকিতে হইবে।

৫. বিএফএ (সম্মান) শিক্ষা কার্যক্রমে শিক্ষাদানের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্মরত ৭ (সাত) জন শিক্ষকের মধ্যে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) জন পূর্ণকালীন শিক্ষকের ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতক পাস/সম্মানসহ ২য় শ্রেণির স্নাতকোত্তর ডিগ্রী এবং অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে। কোন বিষয় স্নাতক সম্মান শিক্ষাকার্যক্রমে অধিভুক্তির পর শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন পর্যায়ে তৃতীয় শ্রেণী প্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া যাইবে না।

৬. কলেজের একটি সমৃদ্ধ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং বিষয়ভিত্তিক সেমিনার লাইব্রেরী থাকিতে হইবে। গ্রন্থাগারে একজন পূর্ণকালীন গ্রন্থাগারিক এবং সেমিনার লাইব্রেরিতে একজন সেমিনার সহকারী থাকিতে হইবে। সিলেবাস অনুযায়ী পাঠ্যবই ও রেফারেন্স বই এর সংখ্যা ন্যূনতম ১,০০০/- (এক হাজার) হইতে হইবে। গুরুত্বপূর্ণ সমকালীন গবেষণা পত্রিকা ও সাময়িকী নিয়মিত ক্রয় ও সংরক্ষণ করিতে হইবে। ছাত্র/ছাত্রীদের নিয়মিতভাবে পাঠ অভ্যাস নিশ্চিত করিতে হইবে।

৭. ব্যবহারিক ক্লাশের জন্য বিভাগ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম থাকিতে হইবে।

৮. শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক ক্লাশের অংশ হিসেবে তাহাদের তৈরিকৃত ছবি/ভাস্কর্য প্রদর্শনের জন্য গ্যালারী/প্রদর্শন স্থল থাকিতে হইবে এবং নিয়মিত প্রদর্শনীর আয়োজন করিতে হইবে।

৯. কলেজে নিয়মিত অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ থাকিতে হইবে।

১০. শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীদের সরকারি নিয়মানুযায়ী বেতন স্কেল থাকিতে হইবে। কর্মরত সকলের বেতন-ভাতাদি নিয়মিত পরিশোধের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১১. শিক্ষার্থীদের নিকট হইতে সহনশীল হারে বেতন ও অন্যান্য ফি গ্রহণ করিতে হইবে।

১২. কলেজের নিকটস্থ ব্যাংকে সংরক্ষিত তহবিলে ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) ও সাধারণ তহবিলে ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা জমা থাকিতে হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, সংরক্ষিত তহবিলের মূল কাগজপত্র অধিভুক্তি লাভের পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা করিতে হইবে। উল্লেখ্য যে, কোন অধিভুক্ত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন ব্যতীত সংরক্ষিত তহবিলের অর্থ ব্যাংক থেকে উত্তোলন কিংবা খরচ করিতে পারিবে না।

১৩. কলেজের আর্থিক অবস্থা এবং সার্বিক পরিচালনা সন্তোষজনক হইতে হইবে।

১৪. কলেজ ক্যাম্পাসে বা উহার সন্নিকটে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, শিক্ষক ও কর্মচারীদের আবাসনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১৫. কলেজের একটি গভর্ণিং বডি থাকিবে এবং গভর্ণিং বডি কর্তৃক কলেজটি পরিচালিত হইবে।

১৬. কলেজের কোন দ্বিতীয় ক্যাম্পাস/শাখা থাকিবে না।

১৭. অধিভুক্তির জন্য আবেদনকারী কোন কলেজ অধিভুক্তি লাভের পূর্বে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করিলে সেই কলেজের অধিভুক্তির আবেদন নাকচ করা হইবে এবং অধিভুক্তির জন্য জমাকৃত টাকা বাজেয়াপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৮. কম্পিউটার (প্রিন্টারসহ), ই-মেইল এড্রেস ও ইন্টারনেট সংযোগ থাকিতে হইবে।

১৫। সাংবাদিকতা বিষয়ে স্নাতকোত্তর (প্রথম ও শেষ পর্ব) শিক্ষা কার্যক্রমের অধিভুক্তির শর্তাবলী ঃ

১. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালনাকারী কলেজ/প্রতিষ্ঠান সাফল্যজনকভাবে একাদিক্রমে ৩ (তিন) টি শিক্ষাবর্ষ অতিক্রম করিলে গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতা বিষয়ে স্নাতকোত্তর (প্রথম ও শেষ পর্ব) শিক্ষা কার্যক্রমে অধিভুক্তির জন্য আবেদন করিতে পারিবে।

২. বিভাগীয় শহরে অবস্থিত কলেজ/প্রতিষ্ঠানগুলো এ ধরণের শিক্ষা কার্যক্রমে অধিভুক্তির জন্য আবেদন করিতে পারিবে।

৩. গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতা বিষয়ে স্নাতকোত্তর (প্রথম ও শেষ পর্ব) শিক্ষাকার্যক্রম প্রবর্তনের জন্য নিজস্ব অখণ্ড জমির উপর কলেজ/প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। জমির রেজিস্ট্রিকৃত দলিল ও অন্যান্য আনুষংগিক কাগজপত্র থাকিতে হইবে। সাধারণভাবে কলেজের জমির পরিমান হইবে ১.০০ একর।

৪. প্রশাসনিক কাজকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় কক্ষ ছাড়াও ৫০০ বর্গফুট আকার বিশিষ্ট ৪ (চার) টি শ্রেণী কক্ষ থাকিতে হইবে। শিক্ষক/শিক্ষিকাদের জন্য পৃথক কক্ষ, ছাত্র-ছাত্রীদের কমনরুম এবং সেমিনার কক্ষ থাকিতে হইবে।

৫. (ক) স্নাতকোত্তর (প্রথম ও শেষ পর্ব) শিক্ষা কার্যক্রম চালু করিতে হইলে মোট ৯ (নয়) জন যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষক থাকিতে হইবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বেসরকারি কলেজ শিক্ষকদের চাকুরীর শর্তাবলী রেগুলেশন অনুযায়ী সাংবাদিকতা বিষয়ে স্নাতক (সম্মান)সহ মাষ্টার্স/সমমানের ডিগ্রীপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ এবং অন্যান্য শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ করিতে হইবে।

(খ) মোট শিক্ষকের অন্তত: এক চতুর্থাংশের স্নাতক সম্মান পর্যায়ে ন্যূনতম ১০ বৎসরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা/এমফিল/পিএইচডি ডিগ্রী থাকিতে হইবে। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পাঠদানকারী শিক্ষকদের ন্যূনতম যোগ্যতা সকল পর্যায়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর সম্মানসহ দ্বিতীয় শ্রেণির স্নাতকোত্তর হইতে হইবে।

(গ) মোট শিক্ষকের মধ্যে ন্যূনতম ৬ (ছয়) জন পূর্ণকালীন শিক্ষককে বাংলাদেশ অথবা বিদেশী বিশবিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতা বিষয়ে ন্যূনপক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতক (সম্মান)সহ দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী প্রাপ্ত হইতে হইবে।

(ঘ) কমপক্ষে ৭ (সাত) জন পূর্ণকালীন শিক্ষক থাকিতে হইবে। সাংবাদিকতা বিষয়ে স্নাতক সম্মানসহ স্নাতকোত্তর/সমমানের ডিগ্রীপ্রাপ্ত ইলেক্ট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়ায় কর্মরত অভিজ্ঞ সাংবাদিকদের খণ্ডকালীন/চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা যাইবে।

৬. কলেজ/প্রতিষ্ঠানের একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার এবং রিডিং রুমের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। সিলেবাস অনুযায়ী পাঠ্যবই ও রেফারেন্স বই এর সংখ্যা ন্যূনতম ২,০০০ (দুই হাজার) হইতে হইবে। গুরুত্বপূর্ণ সমকালীন গবেষণা পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী নিয়মিত ক্রয় এবং সংরক্ষণ করিতে হইবে। ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিতভাবে পাঠাভ্যাস নিশ্চিত করিতে হইবে।

৭. শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সংখ্যানুপাতে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র থাকিতে হইবে।

৮. শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীদের সরকারি নিয়মানুযায়ী বেতল স্কেল থাকিতে হইবে। কর্মরত সকল শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি নিয়মিত পরিশোধের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৯. শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে সহনশীল হারে বেতন ও অন্যান্য ফি গ্রহণ করিতে হইবে।

১০. কলেজ/প্রতিষ্ঠানের নিকটস্থ ব্যাংকে সংরক্ষিত তহবিলে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) ও সাধারণ তহবিলে ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) করিয়া টাকা জমা থাকিতে হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, সংরক্ষিত তহবিলের মুল কাগজপত্র অধিভুক্তি লাভের পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা করিতে হইবে। উল্লেখ্য যে, কোন অধিভুক্ত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন ব্যতীত সংরক্ষিত তহবিলের অর্থ ব্যাংক থেকে উত্তোলন কিংবা খরচ করিতে পারিবে না।

১১. কলেজ/প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা এবং সার্বিক পরিচালনা সন্তোষজনক হইতে হইবে।

১২. ব্যবহারিক ক্লাশের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদিসহ ল্যাব থাকিতে হইবে।

১৩. কলেজ/প্রতিষ্ঠানের একটি গভর্নিং বডি থাকিতে হইবে এবং গভর্নিং বডি কর্তৃক কলেজটি পরিচালিত হইবে।

১৪. কলেজ/প্রতিষ্ঠানের কোন দ্বিতীয় ক্যাম্পাস/শাখা থাকিবে না।

১৫. অধিভুক্তির জন্য আবেদনকারী কোন কলেজ/প্রতিষ্ঠান অধিভুক্তি লাভের পূর্বে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করিলে সেই কলেজ/প্রতিষ্ঠানের অধিভুক্তির আবেদন নাকচ করা হইবে এবং অধিভুক্তির জন্য জমাকৃত টাকা বাজেয়াপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৬. কলেজ/প্রতিষ্ঠানের ফ্যাক্স, ই-মেইল ঠিকানা এবং ইটারনেট এর ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

১৬। ফ্যাশন ডিজাইন সম্পর্কিত কোর্স পরিচালনার রেগুলেশন ঃ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজ/প্রতিষ্ঠান বিএসসি অনার্স ইন ফ্যাশন ডিজাইন এন্ড টেকনোলজি, এ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচারিং এন্ড টেকনোলজি, নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারিং এন্ড টেকনোলজি, মার্চেন্ডাইজিং অথবা সম্পর্কিত বিষয়ে নিম্নলিখিত নিয়মাবলী অনুসরণ করিতে হইবে ঃ

১. অধিভুক্তির শর্তাবলী ঃ

(১) এ ধরণের শিক্ষা কার্যক্রম শুধুমাত্র বিভাগীয় শহরগুলোতে চালু করা যাইবে।

(২) কলেজ/প্রতিষ্ঠান অবশ্যই ৫ (পাঁচ) বৎসরের মধ্যে নিজস্ব জমিতে স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত হইতে হইবে। এ ব্যাপারে কলেজ/প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে স্ট্যাম্পে বন্ড স্বাক্ষর করিতে হইবে। কলেজ/প্রতিষ্ঠানের জমির পরিমান মেট্রোপলিটন এলাকায় ১ (এক) বিঘা থাকিতে হইবে।

(৩) প্রাথমিকভাবে অস্থায়ী ভিত্তিতে প্রশাসনিক কাজের জন্য পৃথক কক্ষ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের কমন রুম ছাড়াও ন্যূনতম ৬০০ বর্গফুট ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট একটি সাধারণ কক্ষ এবং প্রতিটি বিষয়ের জন্য আরও ৩ (তিন) টি করে ৪০০ বর্গফুট বিশিষ্ট তত্ত্বীয় ক্লাশ রুম থাকিতে হইবে।

(৪) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি মোতাবেক যোগ্যতা সম্পন্ন একজন অধ্যক্ষ থাকিতে হইবে। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ গ্রহনযোগ্য হইবে না।

(৫) শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যানুপাতে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র থাকিতে হইবে।

(৬) ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা অনুযায়ী ব্যবহারিক ক্লাশ/প্রশিক্ষনের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সজ্জিত ল্যাবরেটরি থাকিতে হইবে।

(৭) বিএসসি (সম্মান) কোর্সে শিক্ষাদানের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকটি বিষয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেগুলেশনে বর্ণিত শিক্ষাগত যোগ্যতা (সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক সম্মান/বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং এ ডিগ্রী) এবং অভিজ্ঞতা অনুযায়ী ন্যূনতম ৭ (সাত) জন করে শিক্ষক কর্মরত থাকিতে হইবে এবং তা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদন প্রাপ্ত হইতে হইবে।

(৮) প্রতিষ্ঠানের (কলেজ/ইনস্টিটিউট) একটি গভর্নিং বডি থাকিতে হইবে এবং গভর্নিং বডি দ্বারা

তাহা পরিচালিত হইতে হইবে

(৯) প্রতিষ্ঠানের কোন দ্বিতীয় ক্যাম্পাস/শাখা থাকিবে না এবং অনুমতি প্রাপ্ত জায়গাতেই শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করিতে হইবে।

(১০) স্নাতক শিক্ষা কার্যক্রমে প্রতিটি বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক এবং রেফারেন্স বই এর সংখ্যা কম পক্ষে ২০০০ (দুই হাজার) থাকিতে হইবে। গুরুত্বপূর্ণ সমকালীন গবেষণা প্রত্রপত্রিকা ও সমায়িকী নিয়মিত ক্রয় এবং সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(১১) শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং অন্যান্য কর্মচারীদের সুনির্দিষ্ট বেতন স্কেল থাকিতে হইবে। ইহা ছাড়া অন্যান্য সুবিধা যেমন প্রভিডেন্ট ফান্ড, বাড়ীভাড়া ভাতা, চিকিৎসা ভাতা ইত্যাদি প্রদানের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। কলেজ/প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকলের বেতনাদি নিয়মিত পরিশোধ করিতে হইবে।

(১২) প্রতিষ্ঠানের রিজার্ভ ফান্ডে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা এবং জেনারেল ফান্ডে ন্যূনতম ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা করিয়া ব্যাংক একাউন্টে জমা থাকিতে হইবে।

(১৩) কলেজ/প্রতিষ্ঠানে পানীয় জল, টয়লেট ইত্যাদির সুব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(১৪) ছাত্র–ছাত্রীদের পাঠ্যক্রম বর্হিভূত কার্যক্রম পরিচালনার সুব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(১৫) প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও কম্পিউটার অপারেটর থাকিতে হইবে। প্রতিষ্ঠানের ফ্যাক্স ও ইন্টারনেট সংযোগ থাকিতে হইবে।

(১৬) অধিভুক্তির জন্য আবেদনকারী কোন কলেজ/ইনস্টিটিউট অধিভুক্তি লাভের পূর্বে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করিলে সে প্রতিষ্ঠানের অধিভুক্তির আবেদন নাকচ করা হইবে এবং অধিভুক্তির জন্য জমাকৃত টাকা বাজেয়াপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৭। বিএসসি (অনার্স) ইন এ্যারোনটিক্যাল এন্ড এভিয়েশন সায়েন্স শিক্ষা কার্যক্রমের অধিভুক্তির শর্তাবলীঃ

১। বিভাগীয় শহরে অবস্থিত কলেজ/প্রতিষ্ঠান এ ধরনের শিক্ষাকার্যক্রমে অধিভুক্তির জন্য আবেদন করিতে পারিবে।

২। বিএসসি (অনার্স) ইন এ্যারোনটিক্যাল এন্ড এভিয়েশন সায়েন্স শিক্ষাকার্যক্রম প্রবর্তনের জন্য নিজস্ব অখণ্ড জমির উপর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। জমির রেজিষ্ট্রিকৃত দলিল ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক কাগজপত্র থাকিতে হইবে। সাধারণভাবে কলেজের জমির পরিমাণ হইবে ন্যূনতম ১০ (দশ) কাঠা। তবে প্রাথমিকভাবে অস্থায়ী ভিত্তিতে ন্যূনতম ২০,০০০ (বিশ হাজার) বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ভবনে ভাড়া/লীজ ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু করা যাইবে। বাড়ীভাড়া সংক্রান্ত রেজিস্ট্রিকৃত দলিল ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাগজপত্র থাকিতে হইবে। তবে ৫ (পাঁচ) বৎসরের মধ্যে নিজস্ব জমিতে কলেজ/প্রতিষ্ঠান স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত হইতে হইবে। এ বিষয়ে কলেজ/প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে স্টাম্পে বন্ড স্বাক্ষর করিতে হইবে।

৩। প্রশাসনিক কাজকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় কক্ষ ছাড়াও ৫০০ বর্গফুট আকার বিশিষ্ট আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত (Visual Aids Projectors/Multimedia, Internet Terminals etc.) ৪ (চার) টি শ্রেণি কক্ষ থাকিতে হইবে। শিক্ষকদের জন্য পৃথক কক্ষ, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কমনরুম এবং সেমিনার কক্ষ থাকিতে হইবে।

৪। বিএসসি (অনার্স) ইন এ্যারোনটিক্যাল এন্ড এভিয়েশন সায়েন্স শিক্ষাকার্যক্রমের শিক্ষাদানের জন্য ১২ (বার) জন পূর্ণকালীন শিক্ষক থাকিতে হইবে। ১২ জন শিক্ষকের মধ্যে ন্যূনতম ৮ (আট) জনের বিএসসি ইন এ্যারোনটিক্যাল, বিএসসি ইন এভিয়েশন সায়েন্সসহ এমএসসি অথবা উচ্চতর ডিগ্রী (এমফিল/ পিএইচডি) থাকিতে হইবে। এ্যারোনটিক্যাল, মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল এবং সংশ্লিষ্ট (এ্যারোস্পেস, এভিওনিক্স ও কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং এবং অন্যান্য) বিষয়ের জন্য বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক থাকিতে হইবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের "বেসরকারি কলেজ শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত রেগুলেশন" অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগ করিতে হইবে।

৫। ক) একটি সমৃদ্ধ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং বিষয়ভিত্তিক সেমিনার লাইব্রেরী থাকিতে হইবে। গ্রন্থাগারে একজন পূর্ণকালীন গ্রন্থাগারিক এবং সেমিনার লাইব্রেরীতে একজন সেমিনার সহকারী থাকিতে হইবে। সিলেবাস অনুযায়ী পাঠ্যবই ও রেফারেন্স বইয়ের সংখ্যা ন্যূনতম ৩০০০ (তিন হাজার) হইতে হইবে। গুরুত্বপূর্ণ সমকালীন সংশ্লিষ্ট গবেষণা পত্রিকা ও সাময়িকী নিয়মিত ক্রয় ও সংরক্ষণ করিতে হইবে। ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত পাঠ অভ্যাস নিশ্চিত করিতে হইবে।

খ) নিম্নোক্ত Instrument সম্বলিত বিভাগীয় ল্যাব থাকিতে হইবে:

১) ইন্ট্যাক্ট কন্ট্রোল সারফেস, ল্যান্ডিং গিয়ার এবং ককপিটসহ একটি ওয়াইড বডি এয়ার ক্রাফ্ট থাকিতে হইবে।

২) এয়ার ক্রাফ্ট ইঞ্জিন (পিষ্টন এবং টারবোজেট ও টারবোপ্রোপ ইত্যাদি), প্রপেলার, হেলিকপ্টার ব্লেড এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি থাকিতে হইবে।

৩) বিমানের বিভিন্ন সিস্টেম যথা: হাইড্রোলিক সিস্টেম, নিউমেটিক সিস্টেম, ল্যান্ডিং গিয়ার সিস্টেম, কম্প্রেসার, কমবাসশন সিস্টেম, টারবাইন, ইগজস্টেড সিস্টেম ইঞ্জিন এবং ইলেক্ট্রিক এন্ড রাডার ইকুপমেন্ট ইত্যাদি থাকিতে হইবে।

৪) অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা এবং অন্যান্য নিরাপত্তামূলক উপকরণাদির ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

৫) ই-টিকেটিং, বোর্ডিং পাস এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের প্রশিক্ষণ সুবিধা থাকিতে হইবে।

গ) প্রতিটি ল্যাবের জন্য যোগ্য ল্যাব সহকারী (মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, এরোনটিক্যাল ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং) থাকিতে হইবে।

৬। শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক ও ইন্টার্নশীপ প্রোগ্রাম পরিচালনার জন্য Civil Aviation Authority of Bangladesh (CAAB) অনুমোদিত বিমান সংস্থা এবং যে কোন বিমানবন্দরের সাথে চুক্তি থাকিতে হইবে।

৭। কলেজে নিয়মিত অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ থাকিতে হইবে।

৮। শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীদের জন্য ন্যূনতম সরকারি নিয়মানুযায়ী বেতন স্কেল থাকিতে হইবে। কর্মরত সকলের বেতন ভাতাদি নিয়মিত পরিশোধের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৯। শিক্ষার্থীদের নিকট হইতে সহনশীল হারে বেতন ও অন্যান্য ফি গ্রহণ করিতে হইবে।

১০। কলেজের নিকটস্থ ব্যাংকে সংরক্ষিত তহবিলে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা ও সাধারণ তহবিলে ২০,০০,০০০/- (বিশ লক্ষ) টাকা জমা থাকিতে হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, সংরক্ষিত তহবিলের মূল কাগজপত্র অধিভুক্তি লাভের পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা করিতে হইবে উল্লেখ্য যে, কোন অধিভুক্ত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন ব্যতীত সংরক্ষিত তহবিলের অর্থ ব্যাংক হতে উত্তোলন কিংবা খরচ করিতে পারিবে না।

১১। কলেজ ক্যাম্পাসে বা উহার সন্নিকটে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, শিক্ষক ও কর্মচারীদের আবাসনের জন্য যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১২। কলেজের একটি গভর্নিং বডি থাকিতে হইবে এবং গভর্নিং বডি কর্তৃক কলেজটি পরিচালিত হইবে।

১৩। কলেজের কোন দ্বিতীয় ক্যাম্পাস/শাখা থাকিবে না।

১৪। কম্পিউটার (প্রিন্টারসহ), ইন্টারনেট সংযোগ, ওয়েবসাইট এবং ই-মেইল এড্রেস থাকিতে হইবে।

১৫। ব্রডব্যান্ড কানেকশন এবং ২৫ (পঁচিশ) টি কম্পিউটারসহ একটি কম্পিউটার ল্যাব থাকিতে হইবে। কম্পিউটার ল্যাব-এ আইসিটি ডিগ্রীধারী ল্যাব এ্যাসিসটেন্ট থাকিতে হইবে।

১৮। বিবিএ ইন এভিয়েশন ম্যানেজমেন্ট শিক্ষা কার্যক্রমের অধিভুক্তির শর্তাবলীঃ

১। বিভাগীয় শহরে অবস্থিত কলেজ/প্রতিষ্ঠান এ ধরনের শিক্ষাকার্যক্রমে অধিভুক্তির জন্য আবেদন করিতে পারিবে।

২। বিবিএ ইন এভিয়েশন ম্যানেজমেন্ট শিক্ষাকার্যক্রম প্রবর্তনের জন্য নিজস্ব অখণ্ড জমির উপর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। জমির রেজিস্ট্রিকৃত দলিল ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক কাগজপত্র থাকিতে হইবে।

সাধারণভাবে কলেজের জমির পরিমাণ হইবে ন্যূনতম ১০ (দশ) কাঠা। তবে প্রাথমিকভাবে অস্থায়ী ভিত্তিতে ন্যূনতম ২০,০০০ (বিশ হাজার) বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ভবনে ভাড়া/লীজ ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু করা যাইবে। বাড়ী ভাড়া সংক্রান্ত রেজিস্ট্রিকৃত দলিল ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাগজপত্র থাকিতে হইবে। তবে ৫ (পাঁচ) বৎসরের মধ্যে নিজস্ব জমিতে কলেজ/প্রতিষ্ঠান স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত হইতে হইবে। এ বিষয়ে কলেজ/প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে স্টাম্পে বন্ড স্বাক্ষর করিতে হইবে।

৩। প্রশাসনিক কাজকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় কক্ষ ছাড়াও ৫০০ বর্গফুট আকার বিশিষ্ট আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত (Visual Aids Projectors/Multimedia, Internet Terminals) ৪ (চার) টি শ্রেণি কক্ষ থাকিতে হইবে। শিক্ষকদের জন্য পৃথক কক্ষ, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কমনরুম এবং সেমিনার কক্ষ থাকিতে হইবে।

৪। বিবিএ ইন এভিয়েশন ম্যানেজমেন্ট শিক্ষাকার্যক্রমের শিক্ষাদানের জন্য ১২ (বার) জন পূর্ণকালীন শিক্ষক থাকিতে হইবে। ১২ (বার) জন শিক্ষকের মধ্যে ন্যূনতম ৮ (আট) জনের বিবিএ ইন এভিয়েশন ম্যানেজমেন্টসহ এমবিএ অথবা উচ্চতর ডিগ্রী (এমফিল/পিএইচডি) থাকিতে হইবে। এভিয়েশন সায়েন্স ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক থাকিতে হইবে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের "বেসরকারি কলেজ শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত রেগুলেশন" অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগ করিতে হইবে।

৫। ক) একটি সমৃদ্ধ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং বিষয়ভিত্তিক সেমিনার লাইব্রেরী থাকিতে হইবে। গ্রন্থাগারে একজন পূর্ণকালীন গ্রন্থাগারিক এবং সেমিনার লাইব্রেরীতে একজন সেমিনার সহকারী থাকিতে হইবে। সিলেবাস অনুযায়ী পাঠ্যবই ও রেফারেন্স বইয়ের সংখ্যা ন্যূনতম ৩০০০ (তিন হাজার) হইতে হইবে। গুরুত্বপূর্ণ সমকালীন সংশ্লিষ্ট গবেষণা পত্রিকা ও সাময়িকী নিয়মিত ক্রয় ও সংরক্ষণ করিতে হইবে। ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত পাঠ অভ্যাস নিশ্চিত করিতে হইবে।

খ) নিম্নোক্ত যন্ত্রপাতি/উপকরণাদি সম্বলিত একটি বিভাগীয় ল্যাব থাকিতে হইবেঃ

১) অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা এবং অন্যান্য নিরাপত্তামূলক উপকরণাদির ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

২) ই-টিকেটিং, বোর্ডিং পাস, এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল এবং এয়ারলাইন্স অপারেশন সিস্টেমসহ অন্যান্য উপকরণাদি থাকিতে হইবে।

৬। শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক ও ইন্টার্নশীপ প্রোগ্রাম পরিচালনার জন্য Civil Aviation Authority of Bangladesh (CAAB) অনুমোদিত বিমান সংস্থা এবং বিমানবন্দরের সাথে একটি চুক্তি থাকিতে হইবে- যেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের এয়ার লাইন্স ও এয়ার পোর্ট অপারেশন, প্যাসেন্জার হ্যান্ডেলিং এবং অফিস ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা থাকিবে। এছাড়া টিকেটিং ও ট্রাভেল ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য International Association of Travel Agents (IATA)-এর অনুমোদিত কোন ট্রাভেল এজেন্সির সাথে চুক্তি থাকিতে হইবে।

৭। কলেজে নিয়মিত অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ থাকিতে হইবে।

৮। শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীদের জন্য ন্যূনতম সরকারি নিয়মানুযায়ী বেতন স্কেল থাকিতে হইবে। কর্মরত সকলের বেতন ভাতাদি নিয়মিত পরিশোধের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৯। শিক্ষার্থীদের নিকট হইতে সহনশীল হারে বেতন ও অন্যান্য ফি গ্রহণ করিতে হইবে।

১০। কলেজের নিকটস্থ ব্যাংকে সংরক্ষিত তহবিলে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা ও সাধারণ তহবিলে ২০,০০,০০০/- (বিশ লক্ষ) টাকা জমা থাকিতে হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, সংরক্ষিত তহবিলের মূল কাগজপত্র অধিভুক্তি লাভের পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা করিতে হইবে। উল্লেখ্য যে, কোন অধিভুক্ত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন ব্যতীত সংরক্ষিত তহবিলের অর্থ ব্যাংক হতে উত্তোলন কিংবা খরচ করিতে পারিবে না।

১১। কলেজ ক্যাম্পাসে বা উহার সন্নিকটে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, শিক্ষক ও কর্মচারীদের আবাসনের জন্য যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১২। কলেজের একটি গভর্নিং বডি থাকিতে হইবে এবং গভর্নিং বডি কর্তৃক কলেজটি পরিচালিত হইবে।

১৩। কলেজের কোন দ্বিতীয় ক্যাম্পাস/শাখা থাকিবে না।

১৪। কম্পিউটার (প্রিন্টারসহ), ইন্টারনেট সংযোগ, ওয়েবসাইট এবং ই-মেইল এড্রেস থাকিতে হইবে।

১৫। ব্রডব্যান্ড কানেকশন এবং ২৫ (পঁচিশ) টি কম্পিউটারসহ একটি কম্পিউটার ল্যাব থাকিতে হইবে। কম্পিউটার ল্যাব-এ আইসিটি ডিগ্রীধারী ল্যাব এ্যাসিসটেন্ট থাকিতে হইবে।

১৯। সংগীত বিষয়ে স্নাতকোত্তর (ডিপ্লোমা) শিক্ষাকার্যক্রমে অধিভুক্তির শর্তাবলী ঃ

১। নিজস্ব অখণ্ড জমি/দীর্ঘমেয়াদী লীজকৃত জমি/ন্যূনতম ১০ (দশ) বৎসরের জন্য চুক্তিকৃত ভাড়া বাড়ীতে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। জমির রেজিস্ট্রিকৃত দলিল ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাগজপত্র থাকিতে হইবে।

সাধারণভাবে কলেজের জমির পরিমাণ হইবে নিম্নরূপঃ

(ক) মেট্রোপলিটন এলাকায়	১.০০ একর
(খ) পৌর/শিল্প এলাকায়	১.২৫ একর
(গ) অন্যান্য এলাকায়	২.০০ একর

২। প্রশাসনিক কাজকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় কক্ষ ছাড়াও ৪০০ বর্গফুট আকার বিশিষ্ট ৪ (চার) টি শ্রেণী কক্ষ থাকিতে হইবে। শিক্ষক/শিক্ষিকাদের জন্য পৃথক কক্ষ, ছাত্র-ছাত্রীদের কমনরুম, সেমিনার কক্ষ ও একটি অডিটরিয়াম থাকিতে হইবে।

৩। শিক্ষক/শিক্ষিকাদের সংখ্যানুপাতে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র থাকিতে হইবে।

৪। সংগীত বিষয়ে ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রীসহ যোগ্যতাসম্পন্ন অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ এবং অন্যান্য শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বেসরকারি ডিগ্রী কলেজ শিক্ষকদের চাকুরীর শর্তাবলী রেগুলেশন' অনুযায়ী নিয়োগ করিতে হইবে। প্রতিটি বিষয়ের জন্য কমপক্ষে ২ (দুই) জন শিক্ষক থাকিতে হইবে। কর্মরত শিক্ষকদের মধ্যে ৮০% পূর্ণকালীন হইতে হইবে।

৫। শিক্ষক/শিক্ষিকা ও অন্যান্য কর্মচারীদের সরকারি নিয়মানুযায়ী বেতন স্কেল থাকিতে হইবে। কর্মরত সকলের বেতন-ভাতাদি নিয়মিত পরিশোধের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৬। কলেজের নিকটস্থ ব্যাংকে সংরক্ষিত তহবিলে ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা ও সাধারণ তহবিলে ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) করিয়া টাকা জমা থাকিতে হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, সংরক্ষিত তহবিলের মূল দলিল অধিভুক্তি লাভের পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা করিতে হইবে। উল্লেখ্য যে, কোন অধিভুক্ত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন ব্যতীত সংরক্ষিত তহবিলের অর্থ ব্যাংক থেকে উত্তোলন কিংবা খরচ করিতে পারিবে না।

৭। কলেজের আর্থিক অবস্থা এবং সার্বিক পরিচালনা সন্তোষজনক হইতে হইবে।

৮। কলেজের একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার এবং রিডিং রুমের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। সিলেবাস অনুযায়ী পাঠ্যবই ও রেফারেন্স বই এর সংখ্যা ন্যূনতম ৩,০০০ (তিন হাজার) হইতে হইবে।

৯। ব্যবহারিক ক্লাশের জন্য প্রয়োজনীয় বাদ্যযন্ত্র, কম্পিউটার ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ থাকিতে হইবে।

১০। কলেজ ক্যাম্পাসে বা উহার সন্নিকটে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, শিক্ষক ও কর্মচারীদের যথাসম্ভব আবাস এবং শিক্ষার্থীদের চাহিদামতো ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১১। কলেজের একটি গভর্নিং বডি থাকিতে হইবে এবং গভর্নিং বডি কর্তৃক কলেজটি পরিচালিত হইবে।

১২। কলেজের কোন দ্বিতীয় ক্যাম্পাস/শাখা থাকিবে না।

১৭। অধিভুক্তি লাভের পূর্বে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করিলে কলেজের অধিভুক্তির আবেদন নাকচ করা হইবে এবং অধিভুক্তির জন্য জমাকৃত টাকা বাজেয়াপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

২০। ব্যাচেলর অব মিউজিক (সম্মান) শিক্ষা কার্যক্রমের অধিভুক্তির শর্তাবলীঃ

১। বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরে অবস্থিত কলেজ/প্রতিষ্ঠান এ ধরনের শিক্ষাকার্যক্রমে অধিভুক্তির জন্য আবেদন করিতে পারিবে।

২। ক. ব্যাচেলর অব মিউজিক (সম্মান) শিক্ষাকার্যক্রম প্রবর্তনের জন্য নিজস্ব অখণ্ড জমির উপর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। জমির রেজিষ্ট্রিকৃত দলিল ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক কাগজপত্র থাকিতে হইবে। সাধারণভাবে কলেজের জমির পরিমাণ হইবে ন্যূনতম ১০ (দশ) কাঠা।

খ. প্রাথমিকভাবে অস্থায়ী ভিত্তিতে ভাড়া/লীজকৃত ন্যূনতম ২০,০০০ (বিশ হাজার) বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ভবনেও প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু করা যাইবে। বাড়ীভাড়া সংক্রান্ত রেজিস্ট্রিকৃত দলিল ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাগজপত্র থাকিতে হইবে। তবে ৫ (পাঁচ) বৎসরের মধ্যে নিজস্ব জমিতে কলেজ/প্রতিষ্ঠান স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত হইতে হইবে। এ বিষয়ে কলেজ/প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে স্টাম্পে বন্ড স্বাক্ষর করিতে হইবে।

৩। প্রশাসনিক কাজকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় অফিস কক্ষ ছাড়াও শ্রেণী কক্ষ ৪-(চার) টি, বিশেষায়িত শ্রেণী কক্ষ, মহড়া কক্ষ-২ (দুই) টি, আলো ও শব্দ ব্যবস্থাপনাসহ মিউজিক ল্যাব/সুপরিসর মিলনায়তন (একুয়িস্টিক সিস্টেমসহ)-১ (এক) টি, সেমিনার কক্ষ-১ (এক) টি, শিক্ষক মিলনায়তন-১ (এক) টি, অধ্যক্ষের কক্ষ-১ (এক) টি, উপাধ্যক্ষের কক্ষ-১ (এক) টি থাকিতে হইবে। শিক্ষকদের জন্য পৃথক কক্ষ, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কমনরুম থাকিতে হইবে।

৪। ব্যাচেলর অব মিউজিক (সম্মান) শিক্ষাকার্যক্রমের প্রতিটি বিভাগে শিক্ষাদানের জন্য ৭ (সাত) জন পূর্ণকালীন শিক্ষক থাকিতে হইবে। ৭ (সাত) জন শিক্ষকের মধ্যে অন্তত ৪ (চার) জন শিক্ষকের সংগীতের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ডিগ্রী থাকিতে হইবে এবং প্রতিটি বিষয়ে পৃথক ডেমনস্ট্রেটর থাকিতে হইবে। অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক থাকিতে হইবে। বেসরকারি কলেজের ক্ষেত্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রণীত "বেসরকারি কলেজ শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত রেগুলেশন" অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগ করিতে হইবে।

৫। একটি সমৃদ্ধ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং বিষয়ভিত্তিক সেমিনার লাইব্রেরী থাকিতে হইবে। গ্রন্থাগারে একজন পূর্ণকালীন গ্রন্থাগারিক এবং সেমিনার লাইব্রেরীতে একজন সেমিনার সহকারী থাকিতে হইবে। সিলেবাস অনুযায়ী পাঠ্যবই ও রেফারেন্স বইয়ের সংখ্যা ন্যূনতম ৩০০০ (তিন হাজার) হইতে হইবে। গুরুত্বপূর্ণ সমকালীন গবেষণা পত্রিকা ও সাময়িকী নিয়মিত ক্রয় ও সংরক্ষণ করিতে হইবে। ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত পাঠ অভ্যাস নিশ্চিত করিতে হইবে।

৬। একটি ডিজিটাল মানের অডিও প্যানেলসহ মিউজিক স্টুডিও থাকিতে হইবে।

৭। মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ডিজিটাল ভিডিও এবং ডলবি সাউন্ড সিস্টেম সম্পন্ন প্রিভিউ এন্ড পোস্ট ভিউ কক্ষ থাকিতে হইবে।

৮। কলেজের নিজস্ব মিউজিক প্যানেল (সাউন্ড সিস্টেম) থাকিতে হইবে।

৯। চলতি ব্যয় [টেকনিক্যাল স্টাফ, তানপুরা, হারমোনিয়াম, তবলা, ইলেক্ট্রিক তানপুরা, দোতরাসহ সকল প্রকারের বাদ্যযন্ত্র, ব্যাটারী, সফটওয়ার, কম্পিউটার (মেরামত ব্যয়), যাতায়াত ব্যয়, অ্যাপায়ন ব্যয়, কারিগরি সহায়তা ব্যয়, মিউজিক প্যানেল ব্যয় ও ফুটেজ ব্যয়] মেটানোর সক্ষমতা থাকিতে হইবে।

১০। কলেজে নিয়মিত অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ থাকিতে হইবে।

১১। শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীদের ন্যূনতম সরকারি নিয়মানুযায়ী বেতন স্কেল থাকিতে হইবে। কর্মরত সকলের বেতন ভাতাদি নিয়মিত পরিশোধের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১২। শিক্ষার্থীদের নিকট হইতে সহনশীল হারে বেতন ও অন্যান্য ফি গ্রহণ করিতে হইবে।

১৩। কলেজের নিকটস্থ ব্যাংকে সংরক্ষিত তহবিলে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা ও সাধারণ তহবিলে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা জমা থাকিতে হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, সংরক্ষিত তহবিলের মূল কাগজপত্র অধিভুক্তি লাভের পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা করিতে হইবে। উল্লেখ্য যে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন ব্যতীত কলেজ সংরক্ষিত তহবিলের অর্থ ব্যাংক হতে উত্তোলন কিংবা খরচ করিতে পারিবে না।

১৪। কলেজ ক্যাম্পাসে বা উহার সন্নিকটে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, শিক্ষক ও কর্মচারীদের আবাসনের জন্য যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১৫। কলেজের একটি গভর্নিং বডি থাকিতে হইবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট রেগুলেশন অনুযায়ী গভর্নিং বডি কর্তৃক কলেজটি পরিচালিত হইবে।

১৬। কলেজের কোন দ্বিতীয় ক্যম্পাস/শাখা থাকিবে না।

১৭। কম্পিউটার (প্রিন্টারসহ), ইন্টারনেট সংযোগ, ওয়েবসাইট এবং ই-মেইল এড্রেস থাকিতে হইবে।

১৮। ব্রডব্যান্ড কানেকশন এবং ৫টি কম্পিউটারসহ একটি কম্পিউটার ল্যাব থাকিতে হইবে। কম্পিউটার ল্যাব-এ আইসিটি ডিগ্রীধারী ল্যাব এ্যাসিসটেন্ট থাকিতে হইবে।

২১। থিয়েটার স্টাডিজ (ডিপ্লোমা) শিক্ষা কার্যক্রমের অধিভুক্তির শর্তাবলীঃ

১। বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরে অবস্থিত কলেজ/প্রতিষ্ঠান এ ধরনের শিক্ষাকার্যক্রমে অধিভুক্তির জন্য আবেদন করিতে পারিবে।

২। থিয়েটার স্টাডিজ (ডিপ্লোমা) শিক্ষাকার্যক্রম প্রবর্তনের জন্য প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অখণ্ড জমির উপর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। জমির রেজিষ্ট্রিকৃত দলিল ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক কাগজপত্র থাকিতে হইবে। সাধারণভাবে কলেজের জমির পরিমাণ হইবে ন্যূনতম ২০ (বিশ) কাঠা। তবে প্রাথমিকভাবে অস্থায়ী ভিত্তিতে ন্যূনতম ২০,০০০ (বিশ হাজার) বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ভবনে ভাড়া/লীজ ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু করা যাইবে। বাড়ীভাড়া সংক্রান্ত রেজিস্ট্রিকৃত দলিল ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাগজপত্র থাকিতে হইবে। তবে ৫ (পাঁচ) বৎসরের মধ্যে নিজস্ব জমিতে কলেজ/প্রতিষ্ঠান স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত হইতে হইবে। এ বিষয়ে কলেজ/প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে স্ট্যাম্পে বন্ড স্বাক্ষর করিতে হইবে।

৩। প্রশাসনিক কাজকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় অফিস কক্ষ ছাড়াও শ্রেণী কক্ষ-১ (এক) টি, মহড়া কক্ষ-১ (এক) টি, আলো ও শব্দ ব্যবস্থাপনাসহ থিয়েটার ল্যাব/মিলনায়তন, শিক্ষক মিলনায়তন-১ (এক) টি, অধ্যক্ষের কক্ষ-১ (এক) টি থাকিতে হইবে। শিক্ষকদের জন্য পৃথক কক্ষ থাকিতে হইবে।

৪। থিয়েটার স্টাডিজ (ডিপ্লোমা) শিক্ষাকার্যক্রমের শিক্ষাদানের জন্য ৭ (সাত) জন পূর্ণকালীন ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক খণ্ডকালীন শিক্ষক থাকিতে হইবে। ৭ (সাত) জন শিক্ষকের মধ্যে অন্তত ৪ (চার) জন পূর্ণকালীন শিক্ষকের থিয়েটার বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রী/নাট্যকলায় ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে। বেসরকারি কলেজের শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত রেগুলেশন অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগ করিতে হইবে।

৫। একটি সমৃদ্ধ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থাকিতে হইবে। গ্রন্থাগারে একজন গ্রন্থাগারিক থাকিতে হইবে। সিলেবাস অনুযায়ী পাঠ্যবই ও রেফারেন্স বইয়ের সংখ্যা ন্যূনতম ১,০০০ (এক হাজার) হইতে হইবে। গুরুত্বপূর্ণ সমকালীন গবেষণা পত্রিকা ও সাময়িকী নিয়মিত ক্রয় ও সংরক্ষণ করিতে হইবে। ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত পাঠ অভ্যাস নিশ্চিত করিতে হইবে।

৬। বছরে ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা অন্তত দু'টি নাট্য প্রযোজনা করিতে হইবে।

৭। সংগীতের জন্য প্রয়োজনীয় বাদ্যযন্ত্র ও বাদক থাকিতে হইবে।

৮। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষা/গবেষণা সফরের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

৯। চলতি ব্যয় [প্রপস, সেট (মঞ্চসজ্জা), কস্টিউম, লাইট, মেক-আপ, প্লে-বিল, প্রচার, টেকনিক্যাল স্টাফ ও বাদ্যযন্ত্র] মেটানোর সক্ষমতা থাকিতে হইবে।

১০। কলেজে একজন নিয়মিত অধ্যক্ষ থাকিতে হইবে।

১১। শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীদের জন্য ন্যূনতম সরকারি নিয়মানুযায়ী বেতন স্কেল থাকিতে হইবে। কর্মরত সকলের বেতন ভাতাদি নিয়মিত পরিশোধের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১২। শিক্ষার্থীদের নিকট হইতে সহনশীল হারে বেতন ও অন্যান্য ফি গ্রহণ করিতে হইবে।

১৩। কলেজের নিকটস্থ ব্যাংকে সংরক্ষিত তহবিলে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা ও সাধারণ তহবিলে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা জমা থাকিতে হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, সংরক্ষিত তহবিলের মূল কাগজপত্র অধিভুক্তি লাভের পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা করিতে হইবে। উল্লেখ্য যে, কোন অধিভুক্ত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন ব্যতীত সংরক্ষিত তহবিলের অর্থ ব্যাংক হতে উত্তোলন কিংবা খরচ করিতে পারিবে না।

১৪। কলেজ ক্যাম্পাসে বা উহার সন্নিকটে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, শিক্ষক ও কর্মচারীদের আবাসনের জন্য যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১৫। কলেজের একটি গভর্নিং বডি থাকিতে হইবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট রেগুলেশন অনুযায়ী গভর্নিং বডি কর্তৃক কলেজটি পরিচালিত হইবে।

১৬। কলেজের কোন দ্বিতীয় ক্যাম্পাস/শাখা থাকিবে না।

১৭। কম্পিউটার (প্রিন্টারসহ), ইন্টারনেট সংযোগ, ওয়েব সাইট এবং ই-মেইল এড্রেস থাকিতে হইবে।

১৮। একটি কম্পিউটার ল্যাব থাকিতে হইবে। কম্পিউটার ল্যাব-এ একজন আইসিটি বিষয়ে দক্ষ কম্পিউটার সহকারী থাকিতে হইবে।

২২। থিয়েটার এন্ড মিডিয়া স্টাডিজ (সম্মান) শিক্ষা কার্যক্রমের অধিভুক্তির শর্তাবলীঃ

১। বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরে অবস্থিত কলেজ/প্রতিষ্ঠান এ ধরনের শিক্ষাকার্যক্রমে অধিভুক্তির জন্য আবেদন করিতে পারিবে।

২। থিয়েটার এন্ড মিডিয়া স্টাডিজ (সম্মান) শিক্ষাকার্যক্রম প্রবর্তনের জন্য নিজস্ব অখণ্ড জমির উপর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। জমির রেজিষ্ট্রিকৃত দলিল ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক কাগজপত্র থাকিতে হইবে। সাধারণভাবে কলেজের জমির পরিমাণ হইবে ন্যূনতম ২০ (বিশ) কাঠা। তবে প্রাথমিকভাবে অস্থায়ী ভিত্তিতে ন্যূনতম ২০,০০০ (বিশ হাজার) বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ভবনে ভাড়া/লীজ ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু করা যাইবে। বাড়ীভাড়া সংক্রান্ত রেজিস্ট্রিকৃত দলিল ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাগজপত্র থাকিতে হইবে। তবে ৫ (পাঁচ) বৎসরের মধ্যে নিজস্ব জমিতে কলেজ/প্রতিষ্ঠান স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত হইতে হইবে। এ বিষয়ে কলেজ/প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে স্ট্যাম্পে বন্ড স্বাক্ষর করিতে হইবে।

৩। প্রশাসনিক কাজকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় অফিস কক্ষ ছাড়াও শ্রেণী কক্ষ-২ (দুই) টি, বিশেষায়িত শ্রেণী কক্ষ (কাঠের পাটাতন, লাইট এন্ড সাউন্ড সিষ্টেমসহ), মহড়া কক্ষ-২ (দুই) টি, আলো ও শব্দ ব্যবস্থাপনাসহ থিয়েটার ল্যাব/সুপরিসর মিলনায়তন (একুয়িস্টিক সিস্টেমসহ)-১ (এক) টি, সেমিনার কক্ষ-১ (এক) টি, শিক্ষক মিলনায়তন-১ (এক) টি, অধ্যক্ষের কক্ষ-১ (এক) টি, উপাধ্যক্ষের কক্ষ-১ (এক) টি থাকিতে হইবে। শিক্ষকদের জন্য পৃথক কক্ষ, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কমনরুম থাকিতে হইবে।

৪। থিয়েটার এন্ড মিডিয়া স্টাডিজ (সম্মান) শিক্ষাকার্যক্রমের শিক্ষাদানের জন্য ৭ (সাত) জন পূর্ণকালীন শিক্ষক থাকিতে হইবে। ৭ (সাত) জন শিক্ষকের মধ্যে অন্তত ৪ (চার) জন শিক্ষকের নাট্যকলা বিষয়ে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ডিগ্রী থাকিতে হইবে এবং প্রতিটি বিষয়ে পৃথক ডেমনস্ট্রেটর থাকিতে হইবে। বেসরকারি কলেজের শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত 'রেগুলেশন' অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগ করিতে হইবে।

৫। একটি সমৃদ্ধ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং বিষয়ভিত্তিক সেমিনার লাইব্রেরী থাকিতে হইবে। গ্রন্থাগারে একজন পূর্ণকালীন গ্রন্থাগারিক এবং সেমিনার লাইব্রেরীতে একজন সেমিনার সহকারী থাকিতে হইবে। সিলেবাস অনুযায়ী পাঠ্যবই ও রেফারেন্স বইয়ের সংখ্যা ন্যূনতম ৩০০০ (তিন হাজার) হইতে হইবে। গুরুত্বপূর্ণ সমকালীন গবেষণা পত্রিকা ও সাময়িকী নিয়মিত ক্রয় ও সংরক্ষণ করিতে হইবে। ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত পাঠ অভ্যাস নিশ্চিত করিতে হইবে।

৬। ২ (দুই) টি বেটাকম ডিজিটাল মানের ক্যামেরা সেটআপ ও নন-লিনিয়ার এডিটিং প্যানেলসহ স্টুডিও থাকিতে হইবে।

৭। মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ডিজিটাল ভিডিও এবং ডলবি সাউন্ড সিস্টেম সম্পন্ন প্রিভিউ এন্ড পোস্ট ভিউ কক্ষ থাকিতে হইবে।

৮। মিউজিক প্যানেল থাকিতে হইবে।

৯। চলতি ব্যয় [প্রপস, সেট (মঞ্চসজ্জা), কস্টিউম, লাইট, মেক-আপ, প্লে-বিল, প্রচার, টেকনিক্যাল স্টাফ, বাদ্যযন্ত্র, ব্যাটারী, সফটওয়ার, কম্পিউটার (মেরামত ব্যয়), যাতায়াত ব্যয়, অ্যাপায়ন ব্যয়, কারিগরি সহায়তা ব্যয়, মিউজিক প্যানেল ব্যয় ও ফুটেজ ব্যয়] মেটানোর সক্ষমতা থাকিতে হইবে।

১০। কলেজে নিয়মিত অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ থাকিতে হইবে।

১১। শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীদের ন্যূনতম সরকারি নিয়মানুযায়ী বেতন স্কেল থাকিতে হইবে। কর্মরত সকলের বেতন ভাতাদি নিয়মিত পরিশোধের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১২। শিক্ষার্থীদের নিকট হইতে সহনশীল হারে বেতন ও অন্যান্য ফি গ্রহণ করিতে হইবে।

১৩। কলেজের নিকটস্থ ব্যাংকে সংরক্ষিত তহবিলে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা ও সাধারণ তহবিলে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা জমা থাকিতে হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, সংরক্ষিত তহবিলের মূল কাগজপত্র অধিভুক্তি লাভের পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা করিতে হইবে। উল্লেখ্য যে, কোন অধিভুক্ত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন ব্যতীত সংরক্ষিত তহবিলের অর্থ ব্যাংক হতে উত্তোলন কিংবা খরচ করিতে পারিবে না।

১৪। কলেজ ক্যাম্পাসে বা উহার সন্নিকটে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, শিক্ষক ও কর্মচারীদের আবাসনের জন্য যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১৫। কলেজের একটি গভর্নিং বডি থাকিতে হইবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট রেগুলেশন অনুযায়ী গভর্নিং বডি কর্তৃক কলেজটি পরিচালিত হইবে।

১৬। কলেজের কোন দ্বিতীয় ক্যাম্পাস/শাখা থাকিবে না

১৭। কম্পিউটার (প্রিন্টারসহ), ইন্টারনেট সংযোগ, ওয়েব সাইট এবং ই-মেইল এড্রেস থাকিতে হইবে।

১৮। ব্রডব্যান্ড কানেকশন এবং ২৫ (পঁচিশ) টি কম্পিউটারসহ একটি কম্পিউটার ল্যাব থাকিতে হইবে। কম্পিউটার ল্যাব-এ আইসিটি ডিগ্রীধারী ল্যাব এ্যাসিসটেন্ট থাকিতে হইবে।

২৩। ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট (সম্মান) শিক্ষা কার্যক্রমের অধিভুক্তির শর্তাবলীঃ

১। বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরে অবস্থিত কলেজ/প্রতিষ্ঠান এ ধরনের শিক্ষাকার্যক্রমে অধিভুক্তির জন্য আবেদন করিতে পারিবে।

২। ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট (সম্মান) শিক্ষাকার্যক্রম প্রবর্তনের জন্য নিজস্ব অখণ্ড জমির উপর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। জমির রেজিষ্ট্রিকৃত দলিল ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাগজপত্র থাকিতে হইবে। সাধারণভাবে কলেজের জমির পরিমাণ হইবে ন্যূনতম ২০ (বিশ) কাঠা। তবে প্রাথমিকভাবে অস্থায়ী ভিত্তিতে ন্যূনতম ২০,০০০ (বিশ হাজার) বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ভবনে ভাড়া/লীজ ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু করা যাইবে। বাড়ীভাড়া সংক্রান্ত রেজিস্ট্রিকৃত দলিল ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাগজপত্র থাকিতে হইবে। তবে ৫ (পাঁচ) বৎসরের মধ্যে নিজস্ব জমিতে কলেজ/প্রতিষ্ঠান স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত হইতে হইবে। এ বিষয়ে কলেজ/প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে স্ট্যাম্পে বন্ড স্বাক্ষর করিতে হইবে।

৩। শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক ও ইন্টার্নশীপ প্রোগ্রাম পরিচালনার জন্য একই বিভাগীয় শহরের মধ্যে ন্যূনতম থ্রীষ্টার মানের একটি হোটেল/অবকাশকেন্দ্রের সাথে ছাত্র-ছাত্রীদের হাউজ কিপিং, ক্যাটারিং এবং ফ্রন্ট অফিস ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য একটি চুক্তি থাকিতে হইবে এবং টিকেটিং ও ট্রাভেল ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য International Association of Travel Agents (IATA)-এর অনুমোদিত কোন ট্রাভেল এজেন্সির সাথে চুক্তি থাকিতে হইবে।

৪। প্রশাসনিক কাজকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় কক্ষ ছাড়াও ৫০০ বর্গফুট আকার বিশিষ্ট ৪ (চার) টি শ্রেণী কক্ষ থাকিতে হইবে। শিক্ষকদের জন্য পৃথক কক্ষ, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কমনরুম এবং সেমিনার কক্ষ থাকিতে হইবে।

৫। ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট (সম্মান) শিক্ষাকার্যক্রমের শিক্ষাদানের জন্য ৭ (সাত) জন পূর্ণকালীন শিক্ষক থাকিতে হইবে। ৭ (সাত) জনের মধ্যে ন্যূনতম ৪ (চার) জনের ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট-এ এমবিএ অথবা উচ্চতর ডিগ্রী (এমফিল/পিএইচডি) থাকিতে হইবে। বেসরকারি কলেজের শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত রেগুলেশন অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগ করিতে হইবে।

৬। একটি সমৃদ্ধ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং বিষয়ভিত্তিক সেমিনার লাইব্রেরী থাকিতে হইবে। গ্রন্থাগারে একজন পূর্ণকালীন গ্রন্থাগারিক এবং সেমিনার লাইব্রেরীতে একজন সেমিনার সহকারী থাকিতে হইবে। সিলেবাস অনুযায়ী পাঠ্যবই ও রেফারেন্স বইয়ের সংখ্যা ন্যূনতম ৩০০০ (তিন হাজার) হইতে হইবে। গুরুত্বপূর্ণ

সমকালীন সংশ্লিষ্ট গবেষণা পত্রিকা ও সাময়িকী নিয়মিত ক্রয় ও সংরক্ষণ করিতে হইবে। ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত পাঠ অভ্যাস নিশ্চিত করিতে হইবে।

৭। ব্রডব্যান্ড কানেকশন এবং ২৫ (পঁচিশ) টি কম্পিউটারসহ একটি কম্পিউটার ল্যাব থাকিতে হইবে। কম্পিউটার ল্যাব-এ আইসিটি ডিগ্রীধারী ল্যাব এ্যাসিসটেন্ট থাকিতে হইবে।

৮। কলেজে নিয়মিত অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ থাকিতে হইবে।

৯। শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীদের জন্য ন্যূনতম সরকারি নিয়মানুযায়ী বেতন স্কেল থাকিতে হইবে। কর্মরত সকলের বেতন ভাতাদি নিয়মিত পরিশোধের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১০। শিক্ষার্থীদের নিকট হইতে সহনশীল হারে বেতন ও অন্যান্য ফি গ্রহণ করিতে হইবে।

১১। কলেজের নিকটস্থ ব্যাংকে সংরক্ষিত তহবিলে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা ও সাধারণ তহবিলে ২০,০০,০০০/- (বিশ লক্ষ) টাকা জমা থাকিতে হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, সংরক্ষিত তহবিলের মূল কাগজপত্র অধিভুক্তি লাভের পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা করিতে হইবে উল্লেখ্য যে, কোন অধিভুক্ত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন ব্যতীত সংরক্ষিত তহবিলের অর্থ ব্যাংক হতে উত্তোলন কিংবা খরচ করিতে পারিবে না।

১২। কলেজ ক্যাম্পাসে বা উহার সন্নিকটে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, শিক্ষক ও কর্মচারীদের আবাসনের জন্য যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১৩। কলেজের একটি গভর্নিং বডি থাকিতে হইবে এবং গভর্নিং বডি কর্তৃক কলেজটি পরিচালিত হইবে।

১৪। কলেজের কোন দ্বিতীয় ক্যাম্পাস/শাখা থাকিবে না।

১৫। কম্পিউটার (প্রিন্টারসহ), ইন্টারনেট সংযোগ, ওয়েবসাইট এবং ই-মেইল এড্রেস থাকিতে হইবে।

২৪। পোষ্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ফটোগ্রাফি শিক্ষা কার্যক্রমের অধিভুক্তির শর্তাবলী ঃ

১। বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরে অবস্থিত কলেজ/প্রতিষ্ঠান এ ধরনের শিক্ষাকার্যক্রমে অধিভুক্তির জন্য আবেদন করিতে পারিবে।

২। পোস্ট গ্র্যাজুয়েট (ডিপ্লোমা) ইন ফটোগ্রাফি শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব অখণ্ড জমির উপর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে। জমির রেজিষ্ট্রিকৃত দলিল ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক কাগজপত্র থাকিতে হইবে। সাধারণভাবে কলেজের জমির পরিমাণ হইবে ন্যূনতম ২০ (বিশ) কাঠা। তবে প্রাথমিকভাবে অস্থায়ী ভিত্তিতে ন্যূনতম ১০,০০০ (দশ হাজার) বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ভবনে ভাড়া/লীজ ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু করা যাইবে। বাড়ীভাড়া সংক্রান্ত রেজিস্ট্রিকৃত দলিল ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাগজপত্র থাকিতে হইবে। তবে ৫ (পাঁচ) বৎসরের মধ্যে নিজস্ব স্থায়ী ঠিকানায় কলেজ/প্রতিষ্ঠান স্থানান্তরিত হইতে হইবে। এ বিষয়ে কলেজ/প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে স্ট্যাম্পে বন্ড স্বাক্ষর করিতে হইবে।

৩। প্রশাসনিক কাজকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় অফিস কক্ষ ছাড়াও শ্রেণী কক্ষ-২ (দুই) টি, প্রজেকশন কক্ষ-১ (এক) টি, ফটোগ্রাফি ল্যাব-১ (এক) টি, ফটো স্টুডিও-১ (এক) টি বড় ও ১ (এক) টি মাঝারি, স্টোর এন্ড মেইনটেন্যান্স কক্ষ-১ (এক) টি, শিক্ষক কক্ষ-১ (এক) টি, অধ্যক্ষের কক্ষ-১ (এক) টি এবং শিক্ষকদের জন্য পৃথক কক্ষ থাকিতে হইবে।

৪। পোস্ট গ্র্যাজুয়েট (ডিপ্লোমা) ইন ফটোগ্রাফি শিক্ষাকার্যক্রমের শিক্ষাদানের জন্য ৭ (সাত) জন পূর্ণকালীন ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক খণ্ডকালীন বিশেষজ্ঞ শিক্ষক থাকিতে হইবে। ৭ (সাত) জন শিক্ষকের মধ্যে অন্তত ৪ (চার) জন পূর্ণকালীন শিক্ষকের ফটোগ্রাফি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি/যেকোন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিসহ ফটোগ্রাফিতে ডিপ্লোমা ডিগ্রি থাকিতে হইবে। এছাড়াও অন্তত: ২ (দুই) জন ক্যামেরা সহকারি থাকিতে হইবে। বেসরকারি কলেজের শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত রেগুলেশন অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগ করিতে হইবে।

৫। ফটোগ্রাফি কোর্স পরিচালনার জন্য নিম্নোক্ত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জমাদি থাকিতে হইবে-

ক. দুইটি DSLR ক্যামেরাসহ প্রতিটি ক্যামেরার জন্য ৩ (তিন) টি প্রাইম লেন্স ও ১ (এক) টি জুম লেন্স;

খ. দুইটি ক্যামেরা ট্রাইপড ও একটি মনোপড;

গ. ক্যামেরার দুইটি ফ্ল্যাশ লাইট;

ঘ. স্টুডিও লাইট: ১. ফ্ল্যাশ লাইট (ছাতাসহ)-৪ (চার) টি ও LED লাইট ৩ (তিন) টি;
২. লাইটের ফ্লাশ মিটার ২ (দুই) টি;
৩. রিফ্লেক্টর ডিস্ক ৪ (চার) টি;
৪. ক্যামেরা বহনের ব্যাগ ২ (দুই) টি;
৫. যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষনের জন্য ডি-হিউমিডিফায়ার ১ (এক) টি;
৬. লেন্স ক্লিনিং টুলকীট ২ (দুই) টি;

৬। একটি সমৃদ্ধ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থাকিতে হইবে। গ্রন্থাগারে একজন গ্রন্থাগারিক থাকিতে হইবে। সিলেবাস অনুযায়ী পাঠ্যবই ও রেফারেন্স বইয়ের সংখ্যা ন্যূনতম ১,০০০ (এক হাজার) হইতে হইবে। গুরুত্বপূর্ণ সমকালীন গবেষণা পত্রিকা ও সাময়িকী নিয়মিত ক্রয় ও সংরক্ষণ করিতে হইবে। ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত পাঠ অভ্যাস নিশ্চিত করিতে হইবে।

৭। বছরে ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা অন্ততঃ দু'টি আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করিতে হইবে।

৮। ফটোগ্রাফির জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জমাদি থাকিতে হইবে।

৯। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষা/গবেষণা সফরের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

১০। চলতি ব্যয় মেটানোর সক্ষমতা থাকিতে হইবে।

১১। কলেজে একজন নিয়মিত অধ্যক্ষ থাকিতে হইবে।

১২। শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীদের জন্য ন্যূনতম সরকারি নিয়মানুযায়ী বেতন স্কেল থাকিতে হইবে। কর্মরত সকলের বেতন ভাতাদি নিয়মিত পরিশোধের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১৩। শিক্ষার্থীদের নিকট হইতে সহনশীল হারে বেতন ও অন্যান্য ফি গ্রহণ করিতে হইবে।

১৪। কলেজের নিকটস্থ ব্যাংকে সংরক্ষিত তহবিলে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা ও সাধারণ তহবিলে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা জমা থাকিতে হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, সংরক্ষিত তহবিলের মূল কাগজপত্র অধিভুক্তি লাভের পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা করিতে হইবে। উল্লেখ্য যে, কোন অধিভুক্ত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন ব্যতীত সংরক্ষিত তহবিলের অর্থ ব্যাংক হতে উত্তোলন কিংবা খরচ করিতে পারিবে না।

১৫। কলেজ ক্যাম্পাসে বা উহার সন্নিকটে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, শিক্ষক ও কর্মচারীদের আবাসনের জন্য যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১৬। কলেজের একটি গভর্নিং বডি থাকিতে হইবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট রেগুলেশন অনুযায়ী গভর্নিং বডি কর্তৃক কলেজটি পরিচালিত হইবে।

১৭। কলেজের কোন দ্বিতীয় ক্যম্পাস/শাখা থাকিবে না।

১৮। কম্পিউটার (প্রিন্টারসহ), ইন্টারনেট সংযোগ, ওয়েব সাইট এবং ই-মেইল এড্রেস থাকিতে হইবে।

১৯। একটি কম্পিউটার ল্যাব থাকিতে হইবে। কম্পিউটার ল্যাব-এ একজন আইসিটি বিষয়ে দক্ষ কম্পিউটার সহকারী থাকিতে হইবে।

২৫। ব্যাচেলর অব স্পোর্টস স্টাডিজ (সম্মান) শিক্ষা কার্যক্রমের অধিভুক্তির শর্তাবলীঃ

১। বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরে অবস্থিত কলেজ/প্রতিষ্ঠান এ ধরণের শিক্ষাকার্যক্রমে অধিভুক্তির জন্য আবেদন করিতে পারিবে।

২। ব্যাচেলর অব স্পোর্টস স্টাডিজ (অনার্স) শিক্ষাকার্যক্রম প্রবর্তনের জন্য নিজস্ব অখণ্ড জমির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। জমির রেজিস্ট্রিকৃত দলিল ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাগজপত্র থাকিতে হইবে ।
সাধারণভাবে কলেজের জমির পরিমাণ হইবে নিম্নরূপ :
ক) মেট্রোপলিটন এলাকায় ৩০ (ত্রিশ) একর
খ) পৌর/শিল্প এলাকায় ৩২ (বত্রিশ) একর
গ) অন্যান্য এলাকায় ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) একর
পৃথকভাবে মাঠের/স্থাপনার বর্ণনা দেয়া হলোঃ
১. আর্চারী:- ৩.৬০ একর

২. এ্যাথলেটিকস : ৬.০০ একর
৩. ক্রিকেট : ৭.৮০ একর
৪. ফুটবল : ৩.৮০ একর
৫. শুটিং : ৭.২০ একর
৬. সুইমিং : ৩.৮০ একর
৭. টেনিস : ০.৫ একর
৮. হকি : ২.০০ একর

কোর্সওয়ারী অন্যান্য চাহিদার বিবরণ পৃথকভাবে দেয়া হলো :

GAMES		ARCHERY
1.	LIST OF TRAINING EQUIPMENTS	Boxing Sand punching Bag, Boxing Speed ball with Plat form, Boxing leather wall unit, Punch mitts, Heavy bag, Uppercut heavy bag, Boxing shoes, Medicine ball, Sauna bath system, Boxing punching gloves, Cool and hot Water jar system, Floor boxing ring, Bytomic Training sledge hammer, Fitness mat twine vary massage roller, Squat rack/power rack/squat station, Barbells, Weight lost jacket, Weight training system (multi gym), Cycling system, Treadmill system, Video camera, Projector, Freeze, Electronic scoring system, Stop watch, Whistle (বক্সিং স্ট্যান্ড পাঞ্চিং ব্যাগ, প্লাটফরমসহ বক্সিং স্পীড বল, বক্সিং লেদার ওয়াল ইউনিট, পাঞ্চ মিটস, হেভী ব্যাগ, আপারকাট, হেভী ব্যাগ, বক্সিং স্যু, মেডিসিন বল, স্যনা বাথ সিস্টেম, বক্সিং পাঞ্চিং গ্লভস, ঠান্ডা ও গরম পানির জার সিস্টেম, ফ্লোর বক্সিং রিং বাইটামিক ট্রেনিং স্লেজ হ্যামার, স্কোয়াট, ব্যাক/ পাওয়ার ব্যাক/স্কোয়াট স্টেশন, বার বেলস, ওয়েট লষ্ট জ্যাকেট, ওয়েট ট্রেনিং সিস্টেম (মাল্টি জিম), সাইক্লিং সিস্টেম, ট্রেজমিল সিস্টেম, ভিডিও ক্যামেরা, প্রজেক্টর, ফ্রিজ, ইলেট্রেনিক স্কোরিং সিস্টেম, স্টপ ওয়াচ, বাঁশি।)
	LIST OF PERSONAL EQUIPMENTS	Boxing Gloves, Cup protector, Skipping rope, Boxing Apron, Mouth guard, Hand wraps, Body snatcher bag, Free standing bag, Training Head protector (বক্সিং গ্লোভস্ কাপ প্রোটেক্টর, স্কিপিং রোপ, বক্সিং এ্যাপরন, মাউথ গার্ড, হ্যান্ড র‍্যাপস্ বডি, স্নেচার ব্যাগ, ফ্রী স্ট্যান্ডিং ব্যাগ, ট্রেনিং হেড প্রটেক্টর।)
	TOTAL BUDGETS	

GAMES (খেলা)		ATHLETICS (এ্যাথলেটিক্স)
2.	LIST OF SPORTS FACILITY	8-line atheletics (synthetic/grass) truck agreed to the IAAF standard, Strength Training Gymmnasium (৮ লেইন এ্যাথলেটিক্স সিনথেটিজ/ঘাস), মানসম্পন্ন গ্রহণযোগ্য ট্রাক, স্ট্রেন্থ ট্রেনিং জিমনেসিয়াম।)
	LIST OF TRAINING EQUIPMENTS	Swift speed light timing and training system Electronic Time Keeping Device (Athletics), High Speed Inclined Trade Match, Video analysis camera software, LED Television, Ban rockets, Digital stopwatch, Bhati-Max, Multi Jim (10 stations) (সুইফ্‌ট স্পীড লাইট টাইমিং এবং টেনিং সিস্টেম ইলেক্ট্রোনিক টাইম কিপিং ডিভাইস (এ্যাথলেটিকস) হাই স্পীড ইনক্লাইন্ড ট্রেড ম্যাচ ভিডিও এ্যানালাইসিস ক্যামেরা সফট্‌ওয়ার, ভাটী-ম্যাক্সম মাল্টি জীম (১০ স্টেশন বিশিষ্ট))
	LIST OF PERSONAL EQUIPMENTS	Shocks, Track suit, Competition dress, Sports bag, Polo T shirt, Towel, Water pot, Running shoe (মোজাম ট্র্যাক স্যুট, কম্পিটিশন ড্রেস (প্রতিযোগিতায় পেশাকাদী) স্পোর্টস ব্যাগ, পলো টি শার্টম তোয়ালে, (পানির পাত্র) ওয়াটাপর পট, দোড়ানের জুতা (বানিং সুজ)
	TOTAL BUDGETS	

SL	GAMES	CRICKET (ক্রিকেট)
3.	LIST OF SPORTS FACILITY	Cricket Ground, ক্রিকেট গ্রাউন্ড
	LIST OF TRAINING EQUIPMENTS	Outdoor wicket with net, Pitch cover, Auto roller, Heavy roller, Lawn mower, Hand roller, Sight screen, Cricket Ball (Practice), Cricket Ball (Match), Cricket Ball (Practice) 'Girl', Synthetic Ball, Tennis Ball, Plastic Stump, Spring Stump, Wooden stumps, Plastic Cone, Marker, Speed Ladder Cricket Bat (Match), Cricket Bat (Practice), Catching Bat, Batting Pad, Batting Gloves, W/Keeping Pad, W/Keeping Gloves, Chest Guard, Thigh Guard, Elbow Guard, Helmet (নেটসহ আউটডোর উইকেট, পীচ কভার, অটো রোলার হেভী রোলার, লন মৌআর, হ্যান্ড রোলার সাইট স্ক্রীন, ক্রিকেট বল (অনুশীলন) ক্রিকেটবল (ম্যাচ) ক্রিকেট বল (অনুশীলন) মহিলা, সিনথেটিক বল, টেনিস বল, প্লাস্টিক স্ট্যাম্প, প্লাস্টিক কোন, মার্কার, স্পীড ল্যাডার, ক্রিকেট, ব্যাট, ব্যাটিং প্যাড, ব্যাটিং গ্লোভস্, চেস্ট গার্ড, থাই গার্ড, এল বৌ গার্ড, হেলমেট।)
	LIST OF PERSONAL EQUIPMENTS	Shocks, Track suit, Competition dress, Sports bag, Polo T shirt, Towel, Water pot, Cricket Shoes. (সকস্ (মোজা), ট্র্যাক স্যুট, কম্পিটিশন ড্রেস, স্পোর্টস্ ব্যাগ, পোলো টি শার্ট, তোয়ালে, ওয়াটার পট, ক্রিকেট স্যুট)
	TOTAL BUDGETS	

SL	GAMES	FOOTBALL
4.	LIST OF SPORTS FACILITY	Grass / Artificial Football Field, ঘাস/ কৃত্তিম ফুটবল মাঠ
	LIST OF TRAINING EQUIPMENTS	Football, Bibs/ Apron, Marker, Cone, Hurdles (Small), Arch, Portable Soccer Goal 4x8, 4' x 3' mini goal post, Flat Rectangular Markers, Flat Corner Markers, Agility Ladder, Agility Rings, Corner Flags (with non-pointed post), Hurdles, Video Camera, Projector, Television (LED) 55' (ফুটবল, বিব্স/এ্যাপরন, মার্কার, কোন, হার্ডলস্ (ছোট), আর্চ, পোর্টেবল, স্কোরার গোল ৪/৮, ৪/৩ মিমি গোল পোষ্ট, ফ্ল্যাট রেক্ট্যাংগুলার মার্কার, ফ্যাট কর্ণার মার্কার এ্যাজলিটি লেজার, এ্যজিলিটি রিং, কর্ণার ফ্যাগ (নন-পয়েন্ড পোষ্ট সম্বৃদ্ধ) হার্ডলস্ ভিডিও ক্যামেরা, প্রোজেক্টর, টেলিভিশন (৫৫')
	LIST OF PERSONAL EQUIPMENTS	Shirt with sleeves (Jersey) and Shorts, Shin guard, Gloves for Goalkeeper, Tracksuit (স্লীভস্ সমৃদ্ধ শার্ট (জার্সি) এবং শর্টস্ শীন গার্ড, গোলকীপারের গ্লোভ্স্, ট্রাক স্যুট)
	TOTAL BUDGETS	

SL	GAMES	HOCKEY
5.	LIST OF SPORTS FACILITY	FIH Standard Hockey Synthetic /Grass field, Strength Training Gymnasium, (স্ট্যান্ডার্ড হকি সিনথেটিক/ঘাস সমৃদ্ধ মাঠ, স্ট্রেইনথ ট্রেনিং জিমনেশিয়াম)
	LIST OF TRAINING EQUIPMENTS	Hockey Stick, Hockey Ball, Goal Keeper Sets, PC Defense Mask, Abdomen Guard, Goal Post net, Marker, Cone, Ladder, Ball Trolley, Ice Box, First Aid Box, HD Television, Multimedia projector, video camera, steel camera, video holding platform, Laptop, Stop watch, Whistle (হকি স্টিক, হকি বল, গোল কিপার সেট, পিসি ডিফেন্স মাসক, এ্যাবডোমেন গার্ড, গোল পোষ্ট নেট, মার্কার, কোন, লেজার, বল ট্রলারী, আইচ বক্স, ফাষ্ট এইড বক্স,---- টেলিভিশন, মাল্টিমিডিয়অ প্রজেক্টর, ভিডিও ক্যামেরা, স্টীল ক্যামেরা, ভিডিও হোল্ডিং প্লাট ফরম, ল্যাপটপ, সফট্ ওয়ার, বাঁশি)
	LIST OF PERSONAL EQUIPMENTS	Hockey Shoe, Sin pad, Teeth Guard, Training jersey, Match jersey, Tracksuit, Apron, Water pot, (হবি স্যু, সীন প্যাড, টিথ গার্ড, ট্রেনিং জার্সিং, ম্যাচ জার্সি, ট্রাক স্যুট, এ্যাপরন, ওয়াটার পট।)
	TOTAL BUDGETS	

SL	GAMES	SHOOTING (শুটিং)
6.	LIST OF SPORTS FACILITY	Standard Shooting Range: 10m, 50m, 25m. Skeet. (স্ট্যান্ডার্ড শুটিং রেঞ্জুও ১০ মিটার ৫০ মিটার ২৫ মিটার স্কীট।)
	LIST OF TRAINING EQUIPMENTS	Rifles (10m, 50m, Shooting ma, Shooting stand, Shooting target paper (10m, 50m), Electronic target Shooting (10m, 50m), Ammunition (10m, 50m), Shooting boots. Pistol (10m, 25m, 50m), Shooting target paper (10m, 25m, 50m), Electronic target Shooting (10m, 25m, 50m), Ammunition (10m, 50m), Skeet : Shot gun (Skeet Rifle) (রাইফেল সমূহ (১০ মিটার, ৫০ মিটার, শুটিং, ৫০ মিটার, শুটিং, শুটিং স্ট্যান্ড) শুটিং টার্গেট পেপার (১০ মিটার, ৫০ মিটার) ইলেক্ট্রনিক টার্গেট শুটিং ১০ মিটার, ৫০ মিটার। এ্যমুনিশন (১০, ৫০মি.) শুটিং বুটসমূহ পিস্তল (১০ মি. ২৫ মি. ৫০ মি.) শুটিং টার্গেট পেপার (১০ মি. ২৫ মি. ৫০ মি.) ইলেক্ট্রনিক টার্গেট শুটিং ১০ মি. ২৫ মি. ৫০মি.) এ্যমুনিশন (১০ মি. ৫০ মি.) স্কীটঃ শার্টগান, (স্কীট রাইফেল)
	LIST OF PERSONAL EQUIPMENTS	Shooting jacket, Shooting trousers, Shooting Sling, Shooting Glove, Shooting visor, Ear plugs, Shooting glasses, Shooting boots, . Towel, T-Shirt, Short, Shoes, Socks, Bag, Track suit, Water Bottle (শুটিং জ্যাকেট, শুটিং ট্রাওজার, শুটিং স্লিং শুটিং গ্লোভ্স শুটিং ভিচার, ইয়ার প্লাগসমূহ, শুটিং গ্লাসসমূহ, শুটিং বুট সমূহ, তোয়ালে, টিশার্ট, সু, মোজা, ব্যাগ, ট্রাকস্যুট, পানির বোতল।)
	TOTAL BUDGETS	

SL	GAMES	SWIMMING (সাঁতার)
7.	LIST OF SPORTS FACILITY	-Swimming Pool -50mts. With Lane flouts-9 for 8 lane. -Swimming pool- With Lane flouts-7 for 6 lane. -Diving Pool –one (স্যুইমংপুল, ৫০ মিটার ৮ লেইনের জন্য ৯ লেইন ফ্লট সমৃদ্ধ। সুইমিংপুল-৬ লেইনের জন্য ৭ লেইন ফ্লট সমৃদ্ধ, ডাইভিং পুল-একটি।)

	LIST OF TRAINING EQUIPMENTS	Vacuums Cleaner , Neo-Color -90 (TIKAGI), Pull Buoy, Hand Paddle, Snorkel, Stop Watch, Wesel, Paper, Table, Multigame with all sets, Dumbly, Rubber cords for in water, Rubber cords for land practice, Swimming goggles, Swimming costume, Waite board with marker, Pace Clock -with Transistors Battery, Swimming Cap, Swim Fin, **Safety Rings** Swim Belt, Floats or Kickboards, Video Camera with sets, Laptop, Spring board , Trampling Foam Cap, Costume, Ball, Nets (ভ্যাকুয়ামস ক্লীনার, নিও কালার ৯০ (TIKAGI), পুল বয়, হ্যান্ড প্যাডেল, সনরকেল, স্টপ ওয়াচ, পেপার ওসেলস্, টেবিল, সকল সেট সহ মাল্টিগোম, ডাম্বলী, পানির মধ্যে ব্যবহারের রবার কর্ড। ভমিতে অনুশীলনের জন্য রবার কর্ড, সুইমিং গুগলস্ সুইমিং কস্টিউম, মার্কারসহ ওয়েট বোর্ড, পেস ব্লক- ট্রানজিটর ব্যাটারিসহ, সুইমংক্যাপ, সুইমফিন, সেইফটি রিং সমূহ, সুইম বেল্ট, ফ্লোট অথবা কিক বোর্ডসমূহ, সেটসহ ভিডিও ক্যামেরা, ল্যাপটপ, স্প্রিং বোড, ট্রাম্পলিং ফোম ক্যাপ, কস্টিউম, বল সেটসমূ।)
	LIST OF PERSONAL EQUIPMENTS	Swimming Costume, Cap. Towel, T-Shirt, Short, Shoes, Socks, Bag, Track suit, Water Bottle (সুইমিং কস্টিউম, ক্যাম্প, তোয়ালে, টিশার্ট, শট, সু, মোজা, ব্যাগ, স্যুট, পানির বোতল।)
	TOTAL BUDGETS	

SL	GAMES	TENNIS টেনিস
8.	LIST OF SPORTS FACILITY	Tennis Court, Standard Gym Hall (টেনিস কোর্ট, স্টান্ডার্ড জীম হল।)
	LIST OF TRAINING EQUIPMENTS	Tennis Net, Tennis Racked, Tennis Balls, Light at Tennis Court, ETC, Cone, Ladder, Gym ball, Resistance Band, Skipping rope (টেনিস নেট, টেনিম র‌্যাকেড, টেনিস বল সমূহ, টেনিস কোর্টে লাইট, ইটিসি, কোন, লেজার জীম, বল রেসিসট্যান্স ব্যান্ড, স্কিপিং রোপ।)
	LIST OF PERSONAL EQUIPMENTS	Tennis Shoe, Tennis T-Shirt, Tennis Shorts, Track Suit (টেনিস সু, টেনিস টি-শার্ট, টেনিস শট, ট্রাক স্যুট।)
	TOTAL BUDGETS	

৩। প্রশাসনিক কাজকর্মের জন্য প্রয়োজনীয় কক্ষ ছাড়াও ১০০০ বর্গফুট আকার/প্রয়োজন অনুসারে কমপক্ষে ৮ (আট) টি শ্রেণী কক্ষ থাকিতে হইবে । শিক্ষকদের জন্য পৃথক কক্ষ, ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কমনরুম এবং সেমিনার কক্ষ থাকিতে হইবে। বিভাগীয় সেমিনার এর সংরক্ষিত তহবিল হিসেবে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা নিকটতম ব্যাংকে জমা থাকিতে হইবে।

৪। ব্যাচেলর অব স্পোর্টস স্টাডিজ (অনার্স) পর্যায়ে শিক্ষাদানের জন্য অবশ্যই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী থাকিতে হইবে। শিক্ষা জীবনে কোন পর্যায়ে তৃতীয় বিভাগ/শ্রেণী (এসএসসি ও এইচ এসসি-তে জিপিএ ৩ এর কম এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এ সিজিপিএ ২ এর কম) গ্রহণযোগ্য হইবে না। এছাড়া নিম্নবর্ণিত যেকোন শর্ত পূরণ করিতে হইবেঃ

(ক) ক্রীড়াবিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ৫ (পাঁচ) বৎসরের কর্ম অভিজ্ঞতা।

(খ) কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোচ হিসেবে ৫ (পাঁচ) বৎসরের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন।

(গ) ব্যাচেলর অব স্পোর্টস স্টাডিজ (অনার্স) শিক্ষাকার্যক্রমের শিক্ষাদানের জন্য প্রতিটি বিষয়ে ২জন শিক্ষক নিয়োগ করিতে হবে এবং ৭ (সাত) জন পূর্ণকালীন শিক্ষক থাকিতে হইবে। বেসরকারি কলেজের শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত রেগুলেশন অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগ করিতে হইবে।

(ঘ) কমপক্ষে ৮০% পূর্ণকালীন শিক্ষক থাকিতে হইবে ।

৫। কলেজে একটি সমৃদ্ধ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং বিষয়ভিত্তিক সেমিনার থাকিতে হইবে। সেমিনার লাইব্রেরীতে একজন সেমিনার সহকারী থাকিতে হইবে। সিলেবাস অনুযায়ী পাঠ্যবই ও রেফারেন্স বইয়ের সংখ্যা ন্যূনতম ৩০০০ (তিন হাজার) হইতে হইবে। গুরুত্বপূর্ণ সমকালীন সংশ্লিষ্ট গবেষণা পত্রিকা ও সাময়িকী নিয়মিত ক্রয় ও সংরক্ষণ করিতে

হইবে এবং দেশ বিদেশ ক্রীড়া সংক্রান্ত পত্রিকা/সাময়িকী নিয়মিত ক্রয় ও সংরক্ষণ করিতে হইবে। ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত পাঠ অভ্যাস নিশ্চিত করিতে হইবে।

৬। ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) টি কম্পিউটার (প্রিন্টার ও ইন্টারনেট সংযোগসহ) ব্রডব্যান্ড কানেকশন, একটি কম্পিউটার ল্যাব ও ওয়েবসাইট এবং ই-মেইল এড্রেস থাকিতে হইবে। তাছাড়া ভিডিও ক্যামেরাসহ এ্যানালাইসিস এর ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। কম্পিউটার ল্যাব-এ আইসিটি ডিগ্রীধারী ল্যাব এ্যাসিসটেন্ট থাকিতে হইবে।

৭। কলেজে নিয়মিত অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ থাকিতে হইবে।

৮। কলেজের আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনা সন্তোষজনক হইতে হইবে।

৯। শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীদের জন্য ন্যূনতম সরকারি নিয়মানুযায়ী বেতন স্কেল থাকিতে হইবে।

১০। বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত ফি ছাড়া শিক্ষার্থীদের নিকট হইতে সহনশীল হারে অন্যান্য ফি গ্রহণ করিতে হইবে।

১১। কলেজের নিকটস্থ ব্যাংকে সংরক্ষিত তহবিলে ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা ও সাধারণ তহবিলে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) টাকা জমা থাকিতে হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, সংরক্ষিত তহবিলের মূল কাগজপত্র অধিভুক্তি লাভের পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা করিতে হইবে। উল্লেখ্য যে, কোন অধিভুক্ত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন ব্যতীত সংরক্ষিত তহবিলের অর্থ ব্যাংক হতে উত্তোলন কিংবা খরচ করিতে পারিবে না।

১২। কলেজ ক্যাম্পাসে বা উহার সন্নিকটে অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, শিক্ষক ও কর্মচারীদের আবাসনের জন্য যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১৩। কলেজের একটি গভর্নিং বডি থাকিতে হইবে এবং গভর্নিং বডি কর্তৃক কলেজটি পরিচালিত হইবে।

১৪। কলেজের কোন দ্বিতীয় ক্যাম্পাস/শাখা থাকিবে না।

১৫। শিক্ষার্থীদের শরীরচর্চা ও খেলাধুলার জন্য বিভিন্ন ধরণের মাঠ/প্রযোজ্য স্থাপনার (আর্চারি, এ্যাথলেটিক্স, ক্রিকেট, ফুটবল,হকি, শুটিং, সাঁতার এবং টেনিস) ব্যবস্থা থাকিতে হইবে। প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদিসহ জিমনেসিয়ামের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে । সাঁতারের জন্য শিক্ষাদানের উপযোগী সুইমিংপুল থাকিতে হইবে ।

বিশেষ বিধানঃ

এ রেগুলেশনে কোন বিষয় উল্লেখ না থাকিলে সে সম্পর্কে একাডেমিক কাউন্সিল/সিডিকেটের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন নিয়ম পরিবর্তন করিলে তাহা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

২৬। **অধিভুক্তি সংক্রান্ত আবেদনপত্র পেশের নিয়মাবলী ঃ**

(১) অধিভুক্তি প্রার্থীত কোন কলেজের আবেদন নির্ধারিত ফরমে অবকাঠামোর স্থিরচিত্রসহ (কলেজ ভবনের অভারভিউ চিত্র, অধ্যক্ষের কক্ষ, শিক্ষক মিলনায়তন, গ্রন্থাগার, ল্যাবরেটরী, শ্রেণী কক্ষ, ছাত্রী বিশ্রামাগার, শৌচাগার, খেলার মাঠ) যে শিক্ষা বৎসর হইতে অধিভুক্তি কার্যকর করার আবেদন করা হইয়াছে উহার পূর্ববর্তী শিক্ষা বৎসরের ডিসেম্বর মাসের ৩১ তারিখের মধ্যে রেজিস্ট্রারের নিকটে পৌঁছাইতে হইবে।

(২) বেসরকারি কলেজের ক্ষেত্রে কলেজের অধ্যক্ষ অধিভুক্তি সংক্রান্ত আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করিবেন এবং উক্ত আবেদনপত্রে গভর্নিং বডির সভাপতির প্রতিস্বাক্ষর থাকিতে হইবে। আবেদনপত্রের প্রতি পৃষ্ঠায় কলেজ অধ্যক্ষের অনুস্বাক্ষর থাকিতে হইবে। শিক্ষাকার্যক্রম বা বিষয়ের অধিভুক্তির ব্যাপারে কলেজ গভর্নিং বডি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত সংযোজন করিতে হইবে।

(৩) সরকারি কলেজের ক্ষেত্রে অধিভুক্তির আবেদনপত্র মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহা-পরিচালকের মাধ্যমে পেশ করিতে হইবে।

২৭। **অধিভুক্তি প্রদান প্রক্রিয়া ঃ**

(১) অধিভুক্তির আবেদনপত্র যথাবিধি প্রাপ্তির পর ভাইস-চ্যান্সেলর অধিভুক্তির জন্য আবেদনকারী কলেজের একাডেমিক, প্রশাসনিক ও আর্থিক অবস্থা সরেজমিনে তদন্তের নিমিত্তে পরিদর্শনের নির্দেশ প্রদান করিবেন। তিনি এক বা একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে পরিদর্শন টীম গঠন করিতে পারিবেন।

(২) আবেদনপত্র ও পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বিবেচনার জন্য অধিভুক্তি কমিটির নিকট পেশ করা হইবে।

(৩) অধিভুক্তি কমিটির সুপারিশ অনুমোদনের জন্য একাডেমিক কাউন্সিলে উপস্থাপন করা হইবে। একাডেমিক কাউন্সিল অধিভুক্তির ব্যাপারে তাহাদের সুপারিশ অনুমোদনের জন্য সিন্ডিকেটে পেশ করিবেন।

২৮। নিম্নলিখিত সদস্য সমন্বয়ে অধিভুক্তি কমিটি গঠিত হইবে ঃ

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি উহার চেয়ারম্যান হইবেন
(খ) সকল প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
(গ) ডীন, স্নাতকপূর্ব শিক্ষা বিষয়ক স্কুল, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
(ঘ) ডীন, স্নাতকোত্তর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
(ঙ) ডীন, কারিকুলাম উন্নয়ন ও মূল্যায়ন কেন্দ্র, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
(চ) রেজিস্ট্রার, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
(ছ) মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা
(জ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন সদস্য
(ঝ) অধিভুক্ত কলেজ হইতে একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন অধ্যক্ষ/অধ্যক্ষা
(ঞ) কলেজ পরিদর্শক, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, যিনি উহার সচিবের দায়িত্বও পালন করিবেন।

২৯। অধিভুক্তি কমিটির মনোনীত সদস্য/সদস্যাবৃন্দের কার্যকালের মেয়াদ হইবে মনোনয়নপত্র জারির তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসর।

৩০। **অধিভুক্তি কমিটির ক্ষমতা ও দায়িত্ব ঃ**

(১) কলেজসমূহের অধিভুক্তি প্রদান এবং অধিভুক্তি বাতিল সম্পর্কে একাডেমিক কাউন্সিল এবং সিন্ডিকেটের নিকট সুপারিশ পেশ;

(২) একাডেমিক কাউন্সিল এবং সিন্ডিকেটের বিবেচনার জন্য অধিভুক্তির নিয়মাবলী সংশোধন প্রস্তাব পেশ;

(৩) অধিভুক্ত কলেজের শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং অন্যান্য কর্মচারীর চাকুরীর শর্তাবলী সম্পর্কে সুপারিশ পেশ;

(৪) একাডেমিক কাউন্সিল, সিন্ডিকেট এবং ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক প্রদত্ত অন্য যে কোন বিষয়ের বিবেচনা ও পরামর্শ প্রদান।

৩১। **অধিভুক্তির মেয়াদ ঃ**

(১) কোন কলেজকে স্থায়ী অধিভুক্তি মঞ্জুরী দান করা যাইবে না। ইতোপূর্বে কোন কলেজকে এরূপ মঞ্জুরী দান করা হইয়া থাকিলে তাহা কার্যকর থাকিবে না এবং উক্ত কলেজকে যথারীতি নতুন করিয়া অধিভুক্তির জন্য আবেদন করিতে হইবে।

(২) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে পূর্বে অধিভুক্ত কোন কলেজেও নতুন বিষয় বা শিক্ষাকার্যক্রম খোলা যাইবে না।

(৪) সাধারণত: কোন কলেজকে ভূতাপেক্ষ অধিভুক্তি মঞ্জুর করা হইবে না।

(৫) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে কোন অধিভুক্ত কলেজ অন্য কোন স্থানে স্থানান্তরিত করা যাইবে না।

৩২। **অধিভুক্তি নবায়নের নিয়মাবলী ঃ**

(১) অধিভুক্তি নবায়নের জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষকে **সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবর্ষ আরম্ভের ৬ (ছয়) মাস পূর্বে** প্রয়োজনীয় ফি'সহ নির্ধারিত ফরমে কলেজ পরিদর্শকের নিকট আবেদনপত্র পেশ করিতে হইবে।

(২) আবেদনপত্র যথানিয়মে প্রাপ্তির পর ভাইস-চ্যান্সেলর কলেজের সার্বিক অবস্থা অবহিত হওয়ার জন্য পরিদর্শনের নির্দেশ প্রদান করিবেন। এ ব্যাপারে তিনি এক বা একাধিক ব্যক্তি সমন্বয়ে পরিদর্শন দল গঠন করিতে পারিবেন।

(৩) পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কলেজ পরিদর্শক অধিভুক্তি নবায়নের ব্যাপারে তাঁহার সুপারিশ ভাইস-চ্যান্সেলরের নিকট পেশ করিবেন।

(৪) কলেজের সার্বিক অবস্থা সন্তোষজনক বিবেচিত হইলে ভাইস-চ্যান্সেলর উক্ত কলেজকে এক বা একাধিক শিক্ষাবর্ষের জন্য অধিভুক্তি নবায়ন মঞ্জুর করিতে পারিবেন। অধিভুক্তি নবায়নের সিদ্ধান্ত একাডেমিক কাউন্সিল ও সিন্ডিকেটকে অবহিত করিতে হইবে।

৩৩। <u>অধিভুক্তি বাতিলের কারণসমূহ ঃ</u>

(১) অধিভুক্তি প্রদানের সময় আরোপিত শর্তসমূহ কোন কলেজ যথারীতি পূরণ করিতে ব্যর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট কলেজের অধিভুক্তি বাতিল করা যাইতে পারে।

(২) কোন কলেজ কর্তৃপক্ষ বিধিমত গভর্নিং বডি গঠনে পুনঃ পুনঃ ব্যর্থ হইলে, অথবা কলেজের আর্থিক অবস্থা অস্বচ্ছল হইলে অথবা কলেজে সুষ্ঠু প্রশাসন ও শৃংখলা বজায় না থাকিলে উক্ত কলেজের অধিভুক্তি বাতিল করা যাইতে পারে।

(৩) কলেজের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী নির্ধারণে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধান অনুসৃত না হইলে সংশ্লিষ্ট কলেজের অধিভুক্তি বাতিল করা যাইতে পারে।

(৪) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রণীত সংশ্লিষ্ট সংবিধি, রেগুলেশন ও প্রবিধান মানিয়া চলিতে ব্যর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট কলেজের অধিভুক্তি বাতিল করা যাইতে পারে।

(৫) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে একাডেমিক ও প্রশাসনিক বিষয়ে যে সমস্ত নির্দেশাবলী জারি করা হইবে তাহা যথাযথভাবে পালনে ব্যর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট কলেজের অধিভুক্তি বাতিল করা যাইতে পারে।

(৬) বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে কলেজ ক্যাম্পাস পরিবর্তন করা হইলে অধিভুক্তি বাতিল করা যাইতে পারে।

(৭) অন্য কোন দেশী বা বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান থেকে একই শিক্ষা কার্যক্রম বা পৃথক কোন কোর্সের অধিভুক্তি গ্রহণ করা হইলে অধিভুক্তি বাতিল করা যাইতে পারে।

(৮) কলেজ/প্রতিষ্ঠান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রথম অধিভুক্তি লাভের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন ব্যতীত কলেজ/প্রতিষ্ঠানের নতুন নামকরণ, সংযোজন ও বিয়োজন করিলে অধিভুক্তি বাতিল করা হইবে। উদাহরণ হিসাবে বলা যাইতে পারে কলেজ/প্রতিষ্ঠান স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর শিক্ষাকার্যক্রম অধিভুক্তির পর কলেজের নামের সাথে "বিশ্ববিদ্যালয়" কলেজ হিসাবে অভিহিত করা যাইবে না।

৩৪। <u>অধিভুক্তি বাতিল প্রক্রিয়া ঃ</u>

অনুচ্ছেদ ৩৩-এ উল্লিখিত কারণে কোন অধিভুক্ত কলেজের সার্বিক অবস্থা সন্তোষজনক বিবেচিত না হইলে সংশ্লিষ্ট কলেজ সম্পর্কে তথ্যাদি একাডেমিক কাউন্সিলে পেশ করা হইবে। একাডেমিক কাউন্সিলের সুপারিশক্রমে সিন্ডিকেট উক্ত কলেজের অধিভুক্তি বাতিল করিতে পারিবে।

৩৫। **শিক্ষাকার্যক্রমের অধিভুক্তি ঃ**

যে সমস্ত কলেজে বা উহার বিভিন্ন বিভাগে কলা, সমাজবিজ্ঞান, বাণিজ্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের উপর শিক্ষাকার্যক্রম থাকিবে সে সকল কলেজ বা উহার বিভাগসমুহকে অধিভুক্তি দেওয়া যাইতে পারে। প্রত্যেকটি বিষয় এবং শিক্ষাস্তরের জন্য আলাদাভাবে অধিভুক্তি মঞ্জুর করা হইবে। আইন, শিক্ষা, ললিতকলা, কম্পিউটার বিজ্ঞান, বি.বি.এ, শারীরিক শিক্ষা, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান, সাংবাদিকতা, সামরিক বিজ্ঞান, নৌবিজ্ঞান ও অন্যান্য পেশাগত শিক্ষা কার্যক্রমেরও অধিভুক্তি দেওয়া যাইতে পারে।
প্রতিটি অধিভুক্ত শিক্ষাকার্যক্রমের প্রকৃত মেয়াদের সমপরিমাণ সময়কাল পর্যন্ত অধিভুক্তি নবায়ন প্রদানের [স্নাতক (পাস)=৩ বছর, স্নাতক (সম্মান)=৪ বছর, মাস্টার্স (১ম পর্ব)=১ বছর এবং মাস্টার্স (শেষ পর্ব)=১ বছর] সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

(এই রেগুলেশন ২২.০৬.২০১৯ তারিখে একাডেমিক কাউন্সিল সভায় সুপারিশকৃত, ২৪.০৬.২০১৯ তারিখে সিন্ডিকেট সভায় অনুমোদিত এবং ২৯.০৬.২০১৯ তারিখে সিনেট সভায় অনুসমর্থিত)

৩৫

মোল্লা মাহফুজ আল-হোসেন
রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত)
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর।